অষ্টাবক্র সংহিতা।

মূল এবং ভাষায় সরল অনুবাদ।

কলিকাতা।

৩১ নং সিমলা ষ্ট্রীট্, মধ্যস্থ যন্ত্রে, বেঙ্গল
পব্লিশিং কোম্পানি কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯২ সাল।

অবতরণিকা।

অষ্টাবক্র সংহিতা সংস্কৃত রত্ন ভাণ্ডারের এক অতি অমূল্য রত্ন। আর্য্য মহাপুরুষেরা বহু পরিশ্রমে সংসারের যে নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যে তত্ত্বের মর্ম্ম সভ্যতম দেশসকলে এখনও অনবগত এবং তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই জ্ঞানযোগের চরম কথা ভিন্ন ইহাতে আর কিছুই নাই। ইহার আদ্যোপান্ত আত্ম জ্ঞানোপদেশ পূর্ণ। মহর্ষি অষ্টাবক্র উপদেষ্টা গুরু, এবং রাজর্ষি জনক ইহার শ্রোতা। জনক রাজা সংসারে থাকিয়াও সিদ্ধ এবং জীবন্মুক্ত; কথিত আছে ইনি শুকদেবকেও নির্লিপ্ততায় পরাজিত করিয়াছিলেন। এতাদৃশ রাজর্ষি অষ্টাঙ্গ যোগসাধন করত পরে যোগের সার রাজ যোগ নামক যে চরম জ্ঞানযোগের উপদেশ লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন, এই সংহিতা সেই জ্ঞানোপদেশ মাত্র। ইহাতে আর কিছুই নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই জ্ঞানযোগকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এ বিষয়ে একটি কথা আছে। কথাটি কিছু গুরুতর। যোগ কাহাকে বলে এবং যোগের উদ্দেশ্য কি এসকল প্রশ্ন এখানে উত্থাপনের আবশ্যক নাই। যিনি জ্ঞান-

যোগের সার সংহিতা পাঠ করিবেন তাঁহার নিকট সে কথা অনাবশ্যক। জ্ঞানযোগ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাও সর্ব্ব সম্মত। কিন্তু এই জ্ঞানযোগের অধিকারী কে? আপামর সাধারণ সকলেই কি এই জ্ঞানযোগের অধিকারী? সকলেই কি অন্য কোনও প্রকার ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান না করিয়াও কেবল বিশ্ব আত্মাময়, সংসার আত্মা ভিন্ন কিছুই নহে, ইত্যাদি কল্পনার অভ্যাস করত জ্ঞানী হইতে পারে? অথবা যম নিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণাদি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করত চিত্ত স্থির হইলে জ্ঞানযোগের অধিকারী হয়? ইহাই বিষম সমস্যা। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় কতদূর সঙ্গত তাহা দেখাইবার চেষ্টাই এই অবতরণিকার উদ্দেশ্য। এসকল বিষয়ে যুক্তি একাকী কোনও কার্য্যেরই নহে। কারণ যে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ অনায়ত্ত, যাহার সদুপদেষ্টাও দুর্লভ, সাধারণের সামান্য যুক্তি সে বিষয়ে কি স্থির করিবে? তবে সর্ব্ববাদী সম্মত মহাত্মাগণের গ্রন্থসমূহে যে উপদেশ পাওয়া যায় তাহাই গ্রাহ্য। প্রথমেই এই অষ্টাবক্র সংহিতায় কত দূর বুঝিতে পারা যায় দেখা যাউক। অষ্টাবক্র সংহিতা দেখিলেই আপাততঃ বোধ হয় যে কোনও রূপ ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই, মনে ২ অহং ব্রহ্ম জ্ঞান হইলেই হইল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাই কি? একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহা নহে, বরং তদ্বিপরীত বোধ হইবে। মহর্ষি জনক জ্ঞানোদয়ের পুর্ব্বে কোনও রূপ ক্রিয়া করিয়াছিলেন কি না, সে সমস্ত কল্পনা অবলম্বন আমাদের উদ্দেশ্য নহে, গ্রন্থ কি বলেন তাহাই

দেখিব। এই পুস্তকের শ্লোকসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছেন, (২১ প্রং ৬ শ্লোক) অবধূত ও অনুভূতি। অর্থাৎ কতকগুলি শ্লোক অবধূতাবস্থার ও অবশিষ্টগুলি অনুভূতি অর্থাৎ জ্ঞান। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে এই গ্রন্থে যে জ্ঞানানুভবের কথা হইতেছে তাহা সাধারণের নহে, অবধূতের। অবধূত-সন্ন্যাসী, কিন্তু সন্ন্যাসী হইলেই যে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগী হইতে হইবে তাহা নহে, অবধূত চারি প্রকার, তন্মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি ব্রহ্ম মন্ত্রোপাসক, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে বাস করিলেও যতি মধ্যে গণ্য। (মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র ১৪ উল্লাস) রাজর্ষি জনকও তাহাই ব্রহ্ম মন্ত্রোপাসকের বর্ণগত প্রভেদ নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে এই ব্রহ্ম মন্ত্রোপাসক যোগীগণই জ্ঞান লাভে সমর্থ। আমরা আরও পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার চেষ্টাকরিব। এই সংহিতার অনেক স্থলে দেখা যাইবে যে যাঁহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে তিনিই মুক্ত অথবা সুখী ইত্যাদি, অন্যথা যোগানুষ্ঠানাদিও অকিঞ্চিৎকর অথবা মূঢ়ের কার্য্য। ইহাতেই আপাততঃ বোধ হয় যে যোগানুষ্ঠান না করিয়া আত্মজ্ঞান জন্মাইলেই হইল। কিন্তু সেই আত্মজ্ঞান যোগানুষ্ঠান ব্যতিরেকে জন্মে কি না তাহা বলেন নাই। এক স্থলে (১৭ প্রং ১ শ্লোকে) বলিতেছেন "তেনজ্ঞান ফলং প্রাপ্তং যোগাভ্যাস ফলং তথা—" ইত্যাদি ; ইহাতে কি বুঝাযায় ? যোগাভ্যাস ও জ্ঞান উভয়ের সমষ্টির ফল বাঞ্ছনীয়। তবে যোগাভ্যাস বর্জ্জনীয় নহে। শান্তিশতকে জীবন্মুক্ত বা দ্বন্দ্ব মুক্ত যোগীর কথা আছে, তাহা কি মনে মনে মুক্ত

কল্পনাতেই হয়? না যোগীর হয়? কল্পিত জ্ঞান বা কৃত্রিম শান্তি অকিঞ্চিৎকর তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। বিশ্ব কল্পনা মাত্র তাহা নিশ্চয় করা আবশ্যক; নিশ্চয় করা কল্পনায় হয় না, কল্পনায় সন্দেহ অবশ্যই থাকিবে। তবে 'মূঢ়েরা একাগ্রতা বা নিরোধ অভ্যাস করে' অথবা 'জড়েরা কূটস্থ চিন্তা করে' একথা বলিলে ক্রিয়ায় অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইল না। 'মূর্খেরা বর্ণ পরিচয় অভ্যাস করে,' অথবা 'যাহারা গণিত বিদ্যায় অপটু তাহারাই নামতা অভ্যাস করে' এ কথা বলিলে বর্ণ পরিচয় অথবা নামতা অভ্যাস অনাবশ্যক বোধ করা কতদূর সঙ্গত? এ বিষয়ে অনেক স্থল হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক কিন্তু যাহা বলা হইল তাহা অপেক্ষা আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। যোগ শাস্ত্রের উপদেশ পূর্ণ পাতঞ্জল দর্শন বলেন (সাধন পাদ ২৮ সূত্রাদি) যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে জ্ঞানোদয় হয়। অহিংসা সত্যাদি-যম, শৌচাদি-নিয়ম, পরে আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি সাধন। বিনা গুরূপদেশে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কুম্ভক করত প্রাণায়াম হইতেছে বিবেচনা করিলে যোগ সাধন হয় না, তাহাতে কাশ রোগই হইতে পারে। যাহা হউক উক্ত পঞ্চ বহিরঙ্গ ও ত্রয়মন্তরঙ্গ সাধনে যে সকল বিভূতি জন্মে তাহা অকিঞ্চিৎকর, এবং আত্মজ্ঞানহইতে পৃথক, বরং তাহাতে চিত্ত চঞ্চল হইলে আত্মজ্ঞানের ব্যাঘাত জন্মে। কিন্তু এই সাধন হইলে তবে জ্ঞান জন্মে। জন্মান্তর গত যে সিদ্ধির কথা শুনা যায় তাহাও জন্মান্তরের সাধন

সাপেক্ষ। এক্ষণে সর্ব্ব শাস্ত্র সার ভগবদ্গীতা হইতে যত দূর বুঝিতে পারা যায় তাহা দেখাইয়া ক্ষান্ত হওয়া যাইবে। ইহাতে মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং ভগবানকে উপদেষ্টা স্বরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভগবান অর্জ্জুনকে জ্ঞানযোগ, ক্রিয়াযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি সমগ্র উপদেশই দিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট রূপে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, (৪ র্থ অধ্যায় ৩৮ শ্লোক) "ইহ সংসারে আত্মজ্ঞান সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই, সেই আত্মজ্ঞান (কর্ম্ম ও সমাধি) যোগে সংসিদ্ধ পুরুষ কালক্রমে স্বতঃ লাভ করিয়া থাকে।" পুনশ্চ (৫ম অ ৬ শ্লোক) "যোগানুষ্ঠান ব্যতিরেকে সন্ন্যাস দুঃখেরই হেতু হয়, যোগানুষ্ঠানকারী মুনি অচিরেই ব্রহ্ম লাভ করেন।" পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রথমেই (৩য় শ্লোক) জ্ঞানযোগারোহেনেচ্ছু ব্যক্তির কর্ম্মই তদারোহণের কারণ এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্ম নিবৃত্তিই জ্ঞান পরিপাকের কারণ স্পষ্টতঃ বলিয়া যম, নিয়মাসনাদি যোগীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাণায়ামের কথারও উল্লেখ আছে। এস্থলে যোগানুষ্ঠান যে কর্ত্তব্য তাহা বোধ হয় এক প্রকার স্পষ্ট করিয়াই দেখান হইল। কেহ কেহ বলিতে পারেন এ কথা অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু আমরা তাহা বোধ করিলে এত সময় এস্থলে নষ্ট করিতাম না। অষ্টাবক্রসংহিতা পাঠ করিলে সহসা অগ্র পশ্চাৎ না বিবেচনা করিয়াই লোকে মনে করেন যে জ্ঞান লাভ স্বতঃই হয়, তজ্জন্য ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই, এবং জ্ঞানলাভই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ জ্ঞান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিলেও

ইহ জন্ম অথবা জন্মান্তরানুষ্ঠিত ক্রিয়া ব্যতিরেকে যে তাহা লাভ করা যায় না। বরং এরূপ জ্ঞানের ভান করায় মিথ্যাচার হয়, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া কেহ দেখেন না। এই জন্যই আমরা সংহিতা আরম্ভ করার পূর্ব্বে এত কথা বলিলাম। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে অষ্টাবক্রের জ্ঞানোপদেশ সার পূর্ণ, এবং এই তত্ত্ব জ্ঞান কথা হৃদয়ে ধারণা করতঃ সর্ব্ব বিষয়ে নিষ্কাম হইতে চেষ্টা করিয়া সদ্গুরূপদেশে যোগ এবং কর্ম্মের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিলে স্রোত ও বায়ু প্রবাহে চালিত তরণীবৎ সিদ্ধি সন্নিকট হইয়া আইসে।

আমরা অষ্টাবক্র সংহিতার অবিকল অনুবাদ করি নাই। সমগ্র ভাব যথা সাধ্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ভাব সহজ থাকায় স্থানে স্থানে প্রায় অবিকল অনুবাদই হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণের প্রীতিকর হইলেই কৃতার্থ হইব।

শ্রীপ্রসাদ দাস গোস্বামিনঃ।

অষ্টাবক্র সংহিতা।

প্রথম প্রকরণম্।

জনক উবাচ।

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেৎ ত্বংব্রূহি মে প্রভো॥ ১॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জবদয়াতোষ সত্যং পীযুষবদ্ভজ॥ ১॥

রাজর্ষি জনক অষ্টাবক্রকে জ্ঞান, মুক্তি ও বৈরাগ্য সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। জনক সমাধির অনুষ্ঠানে রত ক্রিয়াবান্, সুতরাং এ অবস্থায় চরম জ্ঞানের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইহাই জ্ঞান যোগ। ১।

মহর্ষি অষ্টাবক্র বলিতেছেন:—

হে বৎস! যদি মুক্তি ইচ্ছা কর, বিষের ন্যায় ভয়ানক বোধে বিষয় ত্যাগ কর, অর্থাৎ আত্মেতর বস্তু মাত্রেই আস্থা

ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥ ২ ॥
যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩ ॥

শূন্য হও; এবং ক্ষমা-ক্ষান্তি, সরলতা, দান-ত্যাগ, সন্তোষ-আকাঙ্ক্ষা শূন্যতা, ও সত্যকেই অমৃত বোধে ভজনা কর। আদৌ ত্যাগ ও ভজনা করা মুক্তির সাধকনহে, (কারণ এই সংহিতা পাঠে ক্রমে দেখিবেন, আশক্তি না থাকাই মুক্তি, কিন্তু ত্যাগ ও ভজনাতে আশক্তি বর্ত্তমান;) অথচ বিষয়াদি ত্যাগ ও ক্ষমাদি ভজনা করিতে বলার কারণ এই যে চিত্ত সংযত করত বিষয়ে অনাশক্ত থাকিবে, যে কর্ম্ম কর নির্লিপ্তভাবে তাহার অনুষ্ঠান করিবে; এবং অবিরতি, ঋজুতা প্রভৃতির ভজনা করিবে অর্থাৎ ঐসকলের ভজনাই বিষয়ে অপ্রবৃত্তি। স্থূল কথা আমি কিছুতে লিপ্ত, এরূপ বিবেচনা না থাকাই মুক্তি।১। তুমি ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতান্তর্গত কিছুই নহ, এই সকলের সাক্ষী, ও জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া আপনাকে জা... হইলেই মুক্ত হইতে পারিবে। মনে মনে কল্পনা করিলেই মুক্তি হইবে না; আপনাকে দ্রষ্টা স্বরূপে জানিতে হইবে।২। যদি দেহকে পৃথক্ করত চৈতন্যমাত্রে অবস্থান করিতে পার তাহা হইলে অচিরেই সুস্থ, শান্ত ও বন্ধনমুক্ত হইবে। দেহকে পৃথক্ করা, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান্ দেহে আত্মাভিমান না করা; আমি এই দেহময়, এ জ্ঞান থাকিতে জরা মরণ সুখ

ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥ ৪॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা ॥ ৫ ॥

দুঃখাদির হস্ত হইতে মুক্তি হইতে পারে না সুতরাং ক্রিয়াদি দ্বারা আমি চৈতন্য স্বরূপ, এই ভাব হওয়া আবশ্যক। ৩। তুমি ব্রাহ্মণাদি বর্ণান্তর্গত বা গার্হস্থ্যাদি আশ্রমান্তর্গত নহ, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গোচরও নহ; তুমি নিঃসঙ্গ, নিরাকার, ও বিশ্বসাক্ষী সুতরাং সুখীহও। তুমি চিন্মাত্র, দেহী নহ; বর্ণাশ্রমাদি দেহীর ধর্ম্ম; চৈতন্য নিঃসঙ্গ। ৪। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সুখও দুঃখ, এসকল মনের কার্য্য, তোমার নহে, তুমিসর্ব্বদাই মুক্ত, কর্ত্তা বা ভোক্তা নহ। আত্মা নিয়তই নির্লিপ্ত, সুতরাং তাহা ধর্ম্মে উন্নত বা অধর্ম্মে অপবিত্র, পার্থিব সুখে হৃষ্ট বা দুঃখে খিন্ন হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সকল মনেরই কার্য্য, যে হেতু যাহা একের সুখ তাহাই অন্যে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করে; একজাতি যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানে অন্যজাতি তাহাকেই অধর্ম্ম বলিয়া জানে, সুতরাং মনেই ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখাদির স্থান। ৫। তুমি অদ্বিতীয়, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বদামুক্ত, তুমি যে দ্রষ্টাকে দ্রষ্টা জ্ঞান না করিয়া অন্য জ্ঞান করিতেছ ইহাই তোমার বন্ধন। সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আত্মা একই এবং অভিমানী জীব জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিলেও আত্মা সর্ব্বদামুক্ত। তবে সংসার বন্ধন কি? সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় যে

একো দ্রষ্টাসি সর্ব্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্ব্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরম্ ॥ ৬ ॥
অহং কর্ত্তেত্যহংমান মহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥ ৭ ॥

দেহাভিমানই বন্ধন। আমি এই কার্য্য করিতেছি, এই ভোগ করিতেছি, ইত্যাদি জ্ঞানই বন্ধন। আমি এইদেহ নহি সুতরাং দেহ ও মনের ভোগকে আত্মার ভোগ বলিয়া স্বীকার করিয়াই বদ্ধ হইতেছি। যেমন কোনও ব্যক্তি রঙ্গ ভূমিতে হনুমান সাজিয়া আসিলে তাহাকে সঙ্গীগণ হনুমান বলিয়া উপহাস করায় সে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়, কারণ সে তৎ-কালে আপনার প্রকৃত নামের প্রতি অমনোযোগী হইয়া আপনাকে হনুমান নামধারীই বিবেচনা করিতেছে সুতরাং হনুমানের প্রতি উক্ত রহস্যাদি তাহার প্রতি উক্ত বোধকরে; সেইরূপ বিশ্বসাক্ষী আত্মাকে এই দেহ ও মন বিবেচনা করিয়া জীব স্বতঃই আবদ্ধ হইতেছে। ৬। 'আমিকর্ত্তা' এই অহ-ঙ্কার রূপ মহাকৃষ্ণসর্প কর্ত্তৃক তুমি দংশিত হইয়াছ। অত-এব 'আমি কর্ত্তা নহি' এইরূপ বিশ্বাস সুধাপানে সুখীহও। আত্মাভিমান রূপ সর্প বিষে জ্ঞানশূন্য ও জর্জ্জরীভূত হইয়া আছ, এ বন্ধন যতদিন থাকিবে ততদিন কোনমতেই প্রকৃত সুখ পাইবে না; যেদিন জানিবে যে তুমি কিছুই নহ, তুমি নির্লিপ্ত, সেই দিনই আর মোহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। ৭। অজ্ঞান রূপ গহনবন, ইহা হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানালোক দর্শনের উপায় কি? আমি এক, নির্ম্মল,

একো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা ।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥ ৮ ॥
যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ ।
আনন্দ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব ॥ ৯ ॥
মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি ।
কিংবদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥১০॥
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ ।
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব ॥ ১১॥

ও জ্ঞান স্বরূপ, এই নিশ্চয় রূপ বহ্নিদ্বারা উক্ত বন দগ্ধ করত শোকমুক্ত ও সুখীহও। ৮। এই বিশ্বসংসার আত্মাতেই প্রতিবিম্বিত। যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ আত্মাকেই এই মায়াময় সংসার বোধ হইতেছে; এবং তুমিও সেই আনন্দ পরমানন্দ স্বরূপ চিন্মাত্র, অতএব তোমার দুঃখ কি? তুমি সুখীহও। ৯। মুক্তভিমানীই মুক্ত ও বদ্ধাভিমানীই বদ্ধ। 'যাহার যেরূপ মতি তাহার সেইরূপ গতি' এই যে কিম্বদন্তী আছে তাহা যথার্থ। ১০।

জীব ভ্রম বশতঃই আপনাকে সংসারী বোধ করিতেছে, কারণ আত্মা দ্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ, অদ্বিতীয়, মুক্ত, ক্রিয়া শূন্য, নির্লিপ্ত, বাসনাবিহীন, এবং শান্ত। ১১। আত্মাকে কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ এবং অদ্বিতীয় বলিয়া জানিবে। ভ্রম পাশ হইতে মুক্ত হইলে দেখিতে পাইবে যে এই পরিদৃশ্যমান বাহ্য সংসার সমুদায়, আন্তরিক ভাবের আভাসমাত্র।

কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আভাসোঽহয়ং ভ্রমং মুক্ত্বা বাহ্যভাবমথান্তরম্ ॥ ১২॥
দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহংজ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব ॥১৩॥
নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥ ১৪ ॥

সংসার কিছুই নহে, কূটস্থে প্রতিবিম্বিত মাত্র। কূট— অর্থাৎ স্বর্ণকারের নাই, যাহাতে বিভিন্ন গঠনাদি নির্ম্মিত হয় এবং পুনরায় তাহাতেই পূর্ব্বাকার লোপ হইয়া নূতন আকারে গঠিত হয়, অথচ উহা যেমন তেমনই থাকে। আত্মাও সেই কূটবংস্থিত অর্থাৎ বিশ্বসংসার আত্মাতে প্রতিবিম্বিত, লয়প্রাপ্ত এবং পুনর্ব্বার ভিন্নাকার ধারণ করিলেও আত্মা সমভাবে অবস্থিত। ১২। হে বৎস! তুমি চিরকাল দেহা-ভিমান রূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছ। জন্ম জন্মান্তরেও সে বন্ধন ছেদন করিতে পারিতেছনা। অতএব আত্মজ্ঞান রূপ খড়্গ দ্বারা উক্ত পাশ ছেদন করতঃ সুখীহও। ১৩। তুমি নিঃসঙ্গ, ক্রিয়া বিহীন, স্বপ্রকাশ এবং নির্ম্মল; অতএব এই-সমাধির অনুষ্ঠানও তোমার বন্ধন। আত্মা সতত শুদ্ধমুক্ত, তবে ভ্রান্ত জীবের চিত্তস্থির করণ জন্য সমাধির অনুষ্ঠানে আত্মার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই। যাহার সিদ্ধি লাভ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে তাহার আবার সমাধির অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? এই নিমিত্তই রাজর্ষি জনককে

ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥ ১৫ ॥
নিরপেক্ষো নির্ব্বিকারো নির্ভয়ঃ শীতলাশয়ঃ।
অগাধবুদ্ধিরক্ষুব্ধো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যুপদেশষোড়শকম্।

দ্বিতীয় প্রকরণম্।

জনক উবাচ।

অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
এতাবন্তমহং কালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ ॥ ১ ॥

অষ্টাবক্র বলিতেছেন যে তুমি যে সমাধির অনুষ্ঠান করিতেছ ইহাই তোমার বন্ধন। অপিচ আত্মজ্ঞান বিহীন জনের জ্ঞান সাধন জন্য সমাধির অনুষ্ঠান আবশ্যক হইতে পারে। ১৪। তুমি বিশ্বব্যাপী, এবং বিশ্বও প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাতেই স্থিত; তুমি শুদ্ধবুদ্ধ স্বরূপ, অতএব তুমি ক্ষুদ্রাশয় হইওনা। ১৫। নিরপেক্ষ, নির্ব্বিকার, নির্ভয়, শান্তচিত্ত, অগাধবুদ্ধি, অক্ষুব্ধ ও চিন্মাত্রে বাসনাযুক্ত হও। ১৬।

আত্মজ্ঞান লাভে যে পরমানন্দ অনুভব হয় তাহা জনকোক্তি স্বরূপে বলিতেছেন। আমি নির্ম্মল, শান্ত, জ্ঞান

যথা প্রকাশয়াম্যেকো দেহমেনং তথা জগৎ।
অতোমম জগৎ সর্ব্বমথবা চ ন কিঞ্চন॥ ২ ॥
সশরীরমহো বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে ॥ ৩॥
যথা ন তোয়তো ভিন্নাস্তরঙ্গাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ।
আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্ ॥ ৪ ॥

স্বরূপ, এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক্। কি আশ্চর্য্য! আমি এতকাল মোহকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়াছিলাম। ১। আমি যেমন একাকী এই দেহ প্রকাশ করিতেছি সমগ্র জগৎও সেই রূপ প্রকাশ করিতেছি। সুতরাং এই বিশ্ব আমারই, অথবা আমার কিছুই নহে। এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে বিশ্ব আত্মাময়, সমগ্র বিশ্ব আত্মা অথবা আমি, আমি ভিন্ন কিছুই নাই, আমিই প্রকাশ করিতেছি তাহাতেই আমার বলা যায়। আবার আমার কিছুই নহে বলিবার হেতু এই যে আমি সমস্ত হইলে আমি ভিন্ন আমার বলিবার আর কিছুই নাই। আমি দেহ ও জগৎ প্রকাশ করিয়াছি বলার তাৎপর্য্য এই যে আত্মা স্বপ্রকাশ ও বিশ্ব ব্যাপী। ২। আমি সম্প্রতি কোনও আশ্চর্য্য কৌশলে শরীর ও বিশ্বে নির্লিপ্ত হইয়া, অর্থাৎ এ সকল হইতে পৃথক হইয়া পরমাত্মা দর্শন করিতেছি। সমাধির অনুষ্ঠান করত চিত্ত স্থির করিয়া পরে জ্ঞানযোগ দ্বারা আত্ম দর্শন হইতেছে। ৩। তরঙ্গ ও জল-বুদ্বুদ যেমন জল ভিন্ন আর

তন্তুমাত্রো ভবেদেব পটো যদ্বদ্বিচারিতঃ।
আত্মতন্মাত্রমেবেদং তদ্বদ্বিশ্বং বিচারিতম্ ॥ ৫ ॥
যথৈবেক্ষুরসে ক্লৃপ্তা তেন ব্যাপ্তৈব শর্করা।
তথা বিশ্বং ময়ি ক্লৃপ্তং ময়া ব্যাপ্তং নিরন্তরম্ ॥ ৬ ॥
আত্মাজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি আত্মজ্ঞানান্ন ভাসতে।
রজ্জ্বজ্ঞানাদহির্ভাতি তজ্জ্ঞানাদ্ভাসতে ন হি ॥ ৭ ॥

কিছুই নহে, অর্থাৎ জলেরই আকার ভেদ মাত্র; তদ্রূপ আত্মা হইতে সমুদ্ভূত এই ব্রহ্মাণ্ড আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ৪। বস্ত্র যেমন সূত্র সমূহ মাত্র হইলেও বিভিন্ন আখ্যা ধারণ করিয়াছে, বিশ্বও তদ্রূপ আত্মা মাত্র হইলেও বিশ্ব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ৫। শর্করা যেমন ইক্ষু রসে নিবিষ্ট এবং ইক্ষু রস যেমন শর্করাময়, আত্মাও তদ্রূপে ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত ও ব্রহ্মাণ্ড আত্মাময়। ৬। আত্মজ্ঞানের অভাবেই বিশ্ব অনুভূত হয়, আত্মজ্ঞান হইলে আর হয় না; যতক্ষণ না রজ্জুকে প্রকৃত রূপে রজ্জু বলিয়া চিনিতে পারা যায় ততক্ষণই সর্প বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, রজ্জু জ্ঞান হইলে আর সর্প বোধে ভ্রম থাকে না। একেবারে আত্মা ও প্রকৃতি উভয়বিধ জ্ঞান হয় না, এই বিশ্বের বর্ত্তমান রূপ জ্ঞান থাকিতে আত্মজ্ঞান হয় না; যাঁহারা মনে করেন যে মনে মনে কল্পনা করাতেই আত্মজ্ঞান হয়, তাঁহারা ভ্রান্ত। আত্ম জ্ঞানের উদয় হইলেই বিশ্ব সংসার স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইবে। ৭। এই বিশ্ব আমার

প্রকাশো মে নিজং রূপং নাতিরিক্তোঽস্ম্যহং ততঃ।
যদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাঽহং ভাস এব হি ॥ ৮ ॥
অহো বিকল্পিতং বিশ্বম্ অজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা ॥৯॥
মত্তো বিনির্গতং বিশ্বং ময্যেব লয়মেষ্যতি।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা ॥ ১০॥
অহো অহং নমো মহ্যং বিনাশো নাস্তি যস্য মে।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত-জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ ॥ ১১ ॥

নিজরূপেরই বিকাশ মাত্র; আমি বিশ্বাতিরিক্ত নহি। যখন বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে তখন তাহা আমিই প্রকাশিত। বিশ্ব আত্মাময় এবং আত্মাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড; আত্মাব্যতীত আর কিছুই নাই। পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সেই আত্মারই বিকাশ মাত্র। ৮। যেমন ভ্রম বশতঃ শুক্তিকে রজত, রজ্জুকে ফণী, ও রৌদ্রকে বারি বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ আমিও বিশ্বরূপে কল্পিত হইতেছি মাত্র। ৯। কুম্ভের উৎপত্তি ও পরিণাম যেমন মৃত্তিকা, তরঙ্গের যেমন জল, ও স্বর্ণালঙ্কারের যেমন স্বর্ণ, তেমনি বিশ্বেরও উৎপত্তি পরিণাম আমিমাত্র; অর্থাৎ আত্মা হইতেই বিশ্বের বিকাশও পরিণামে আত্মাতেই বিশ্বের লয় হইয়া থাকে। ১০। ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত বিশ্বসংসার বিনষ্ট হইলেও আমার বিনাশ হইবে না; আত্মা অবিনাশী; আত্মা অদ্ভুত; আত্মাকে নমস্কার। আত্মজ্ঞান হইলেই আমি এই বিশ্বময় অবিনাশী

অহো অহং নমো মহ্যম্ একোঽহং দেহবানপি।
ক্বচিন্নগন্তা নাগন্তা ব্যাপ্য বিশ্বমবস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
অহো অহং নমো মহ্যং দক্ষো নাস্তিহি মৎসমঃ।
অসংস্পৃশ্য শরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্ ॥ ১৩॥
অহো অহং নমো মহ্যং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
অথবা যস্য মে সর্ব্বং যদ্বাঙ্‌মনসি গোচরম্ ॥ ১৪॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং নাস্তি বাস্তবম্।
অজ্ঞানাদ্ভাতি যত্রেদং সোঽহমস্মি নিরঞ্জনঃ॥ ১৫ ॥
দ্বৈতমূলমহো দুঃখং নান্যত্তস্যাস্তি ভেষজম্।
দৃশ্যমেতন্মৃষা সর্ব্বম্ একোঽহং চিদ্রসোঽহমলঃ ॥১৬॥

ইত্যাদি জ্ঞান ও পরমানন্দ হইয়া থাকে। ইহাই ব্রহ্মানন্দ। ১১। আমি দেহধারী হইয়াও এক বিশ্বব্যাপী, আমি কোথাও যাইব না কোথা হইতে আগতও নহি। ১২। আমার ন্যায় কৃতীও আর কেহই নাই, কারণ আমি স্পর্শ না করিয়াও এই বিশ্ব সংসার অনাদি কাল হইতে ধারণ করিয়া আছি। ১৩। আমার কিছুই নাই, অথবা বাক্য ও মনের গোচর সমস্তই আমার; আমি কি অদ্ভূত! আমাকে নমস্কার। ১৪। অজ্ঞান বশতঃ যে আত্মাকে জ্ঞান, জ্ঞেয় অথবা জ্ঞাতা বলিয়া ভ্রম হয়, আমিই সেই নিরঞ্জন; বাস্তবিক পৃথক্ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা কিছুই নাই। ১৫। দ্বৈত ভাবই ক্লেশের হেতু; পরিদৃশ্যমান্ সমস্তই মিথ্যা এবং আত্মা জ্ঞানময়, গুণময়, নির্ম্মল ও অদ্বিতীয়,

বোধরূপোঽহমজ্ঞানাদুপাধিঃ কল্পিতো ময়া।
এবং বিমৃষতো নিত্যং নির্ব্বিকল্পে স্থি[illegible]ম॥১৭॥
অহো ! ময়ি স্থিতং বিশ্বং বস্তুতো ন ময়ি স্থিতম্।
নমেবন্ধোঽস্তিমোক্ষো বা ভ্রান্তিঃশান্তা নিরাশ্রয়া॥১৮॥
সশরীরমিদং বিশ্বংন কিঞ্চিদিতি নিশ্চিতম্।
শুদ্ধশ্চিন্মাত্র আত্মা চ তৎ কথং কল্পনাধুনা॥ ১৯ ॥
শরীরং স্বর্গনরকৌ বন্ধমোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্রমেবৈতং কিং মে কার্য্যং চিদাত্মনঃ॥২০॥

এই জ্ঞান ব্যতীত উক্ত ক্লেশের অন্য প্রতিকার নাই। ১৬। আমি জ্ঞান স্বরূপ, অজ্ঞান বশতঃই বিভিন্ন উপাধি কল্পনা করিয়াছিলাম। নিত্য এইরূপ অনুভব করিতে পারিলেই নির্ব্বিকল্প অবস্থায় অবস্থিত থাকিব। ১৭। এই বিশ্ব আমাতেই অবস্থিত অথবা কল্পিত মাত্র, কারণ বাস্তবিক আমি বিশ্বনহি, আত্মামাত্র। আমার ভ্রম, অবলম্বনাভাবে নিবৃত্ত হওয়ায় আমি বদ্ধ বা মুক্ত কিছুই অনুভব করিতেছি না।১৮। আর আমার কল্পনাই বা থাকিবে কিরূপে ? এই দেহ ও বিশ্ব কিছুই নহে, আত্মা বিশুদ্ধ ও চিন্মাত্র ইহা স্থির হইয়াছে। ১৯। দেহ, স্বর্গ, নরক, বন্ধন, মোচন ও ভয়, এ সমুদায়ই কল্পনামাত্র সুতরাং চিন্ময় আত্মার আর কিছুই কার্য্য নাই। এ সমস্তই দেহাভিমান শূন্য আত্মজ্ঞানলব্ধ পুরুষের দেহাভিমানী দ্বৈত জ্ঞানযুক্ত মানবের উক্ত ভয় প্রভৃতি থাকায় তাহারা মুক্ত নহে। ২০। আমি বহুলোক মধ্যে

অহো জনসমূহেঽপি ন দ্বৈতং পশ্যতো মম।
অরণ্যমিব সংবৃত্তং ক্ব রতিং করবাণ্যহম্ ॥ ২১ ॥
নাহং দেহো ন মে দেহো জীবো নাহমহং হি চিৎ।
অয়মেব হি মে বন্ধ আসীদ্যজ্জীবিতে স্পৃহা ॥২২॥
অহো ভুবনকল্লোলৈর্বিচিত্রৈর্দ্রাক্ সমুত্থিতম্।
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে সমুদ্যতে ॥ ২৩ ॥
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে প্রশাম্যতি।
অভাগ্যাজ্জীববণিজো জগৎপোতো বিনশ্বরঃ ॥২৪॥

থাকিয়াও দ্বিতীয় কিছুই না দেখিতে পাওয়ায়, আপনাকে বিজন কানন মধ্যস্থ অনুভব করিতেছি ; সুতরাং আমার আর কিসে প্রবৃত্তি হইবে ? ২১। আমি স্বয়ং দেহ নহি, আমার দেহ নাই, আমি জীব নহি, আমি চৈতন্য মাত্র। তবে আমার জীবনে যে আস্থা ছিল তাহাই আমার বন্ধন। ২২। আমি অর্থাৎ আত্মা অনন্ত মহাসাগরবৎ। এই মহাসাগরে চিত্তরূপ বায়ু উদিত হওয়াতেই সহসা বিশ্ব সংসার রূপ বিচিত্র কল্লোল সমুত্থিত হইয়াছে, আবার সেই বায়ু নিবৃত্ত হইলেই জীবরূপ দুর্ভাগ্য বণিকের বিশ্ব সংসাররূপ তরী বিনষ্ট হয় ; অথবা এই অনন্ত মহাসাগরে জীব সমুহ বীচিবৎ উত্থিত ও বিনষ্ট হইতেছে, খেলিতেছে, এবং প্রকৃতিতেই লীন হইতেছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সংসারের সুখ দুঃখাদি মানসিক বিকার মাত্র ; আত্মা এক, পূর্ণ, নির্ম্মল, চিন্ময় ও দ্রষ্টা। চিত্তবৃত্তির নিরোধে চিত্ত শান্ত

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ আশ্চর্য্যং জীববীচয়ঃ।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ ॥ ২৫ ॥
ইত্যাত্মানুভবোল্লাসো দ্বিতীয়ং প্রকরণম্ ॥ ২ ॥

তৃতীয় প্রকরণম্।

অষ্টাবক্র উবাচ।

অবিনাশিনমাত্মানমেকং বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ।
তবাত্মজ্ঞস্য ধীরস্য কথমর্থার্জ্জনে রতিঃ ॥ ১ ॥
আত্মাজ্ঞানাদহো প্রীতি র্বিষয়ভ্রমগোচরে।
শুক্তেরজ্ঞানতো লোভো যথা রজতবিভ্রমে ॥ ২ ॥

হইলেই আত্মার সেই দ্রষ্ট, ভাবে অবস্থান হয়। ইহাই আত্মানুভবানন্দ। এই আনন্দ অপেক্ষা পরমানন্দ কিছুতেই অনুভব হয় না। ২৩—২৫।

তুমি তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান যোগদ্বারা আত্মাকে এক এবং অবিনশ্বর রূপে জানিতে পারায় আত্মদর্শী এবং চাপল্য বর্জ্জিত হইয়াও কেন অর্থোপার্জ্জনে বাসনা করিতেছ? অর্থাদি অনিত্য জানিলে তাহাতে অনুরাগ হওয়া অসম্ভব। ১। আত্মজ্ঞানের অভাব বশতঃই ভ্রান্তিহেতু পরিদৃশ্যমান বিষয়ে প্রীতি। শুক্তি বলিয়া না জানিতে পারাতেই রৌপ্যভ্রমে তাহাতে লোভ হইয়া থাকে। ২। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ হয় অর্থাৎ তরঙ্গ সমুদয় যেমন বায়ু-

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীন ইব ধাবসি ॥ ৩ ॥
শ্রুত্বাপি শুদ্ধচৈতন্যমাত্মানমতিসুন্দরম্।
উপস্থেত্যন্তসংসক্তো মালিন্যমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
মুনের্জ্জানত আশ্চর্য্যং মমত্বমনুবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥
আস্থিতঃ পরমাদ্বৈতং মোক্ষার্থেঽপি ব্যবস্থিতঃ।
আশ্চর্য্যং কামবশগো বিকলঃ কেলিশিক্ষয়া ॥ ৬ ॥

বশে সমুদ্র জলের উর্দ্ধভাগের কম্পন হেতু রূপান্তর মাত্র, তদ্রূপ এই বিশ্ব আত্মার রূপভেদ মাত্র, আত্মাতেই বিশ্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে, এবং আমি সেই আত্মা ইহা জানিয়াও কেন দীন ভাবাপন্ন হইতেছ? গ্রহ নক্ষত্রাদি কোটী ২ জগৎ সম্বলিত এই বিশ্ব যাহার রূপান্তর মাত্র তাহার ক্ষুব্ধ হইবার হেতু কি? ৩। আত্মা বিশুদ্ধ, চৈতন্য স্বরূপ ও অতি সুন্দর ইহা শুনিয়াও কাম পরতন্ত্র হইয়া মলিন ভাবাপন্ন হইতেছ। কঠোর ব্রতধারী ও ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিও ইন্দ্রিয়বশ হইয়া ভ্রষ্ট হয়। ৪। আত্মা সর্ব্বভূতে এবং ভূতসমূহও আত্মাতেই অবস্থিত ইহা বিলক্ষণ জানিয়াও যতি ব্যক্তিরা যে মমত্বের বশ হন, ইহাই অশ্চর্য্যের বিষয়। আত্ম তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিও 'ইহা আমার ইত্যাদি' ভ্রান্ত জ্ঞানে [illegible] হন ইহাই সংসারে বিচিত্র মায়া। এই মায়ার যে সকল আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তিতে জ্ঞানী ব্যক্তিকেও ভ্রান্ত করে তাহা বলিতেছেন। ৫। মোক্ষ হেতু অবস্থিত, অদ্বিতীয় ব্রহ্মাবলম্বীও

উদ্ভূতং জ্ঞানদুর্মিত্রমবধার্য্যাতিদুর্ব্বলঃ।
আশ্চর্য্যং কামমাকাঙ্ক্ষেৎ কালমন্তমনুশ্রিতঃ ॥৭॥
ইহামুত্র বিরক্তস্য নিত্যানিত্যবিবেকিনঃ।
আশ্চর্য্যং মোক্ষকামস্য মোক্ষাদেব বিভীষিকা ॥৮॥

কামান্ধ হইয়া কেলিমুগ্ধ হন ইহাই আশ্চর্য্য। ৬। দুর্ব্বল জীব শেষ দশায় উপস্থিত হইয়াও এবং জ্ঞানরূপ দুর্মিত্রের উদয় হইয়াছে ইহা বিবেচনা করত বিষয় বাসনা করে ইহাই আশ্চর্য্য। জ্ঞানোদয়ে এবং আসন্ন মৃত্যু কালে বিষয় বাসনা নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক বৃদ্ধাবস্থায় বিষয় চিন্তার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে সুতরাং জ্ঞানোদয় হইলেও তাহা অসুখের হেতু হয়। কারণ সেই জ্ঞান বিষয়াশক্ত চিত্তকে পুনঃ২ বৃথা বিষয় হইতে আকর্ষণের চেষ্টা করায় চিত্তের অসুস্থতাই হয়। ৭। যিনি মোক্ষের কামনা করেন, যাঁহার ইহকাল ও পরকালে আসক্তি নাই, এরূপ সদসদ্বিচারক্ষম ব্যক্তিও মুক্ত হইতে ভীত হন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ব্যাধি, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি প্রভৃতি চিত্ত বিক্ষেপক বিঘ্ন সমুদয় হইতে এই সকল চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে। যাঁহার চিত্ত ক্রিয়াবলে স্থির না হওয়ায় জ্ঞান যোগের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে নাই তিনি মোক্ষ লাভাকাঙ্ক্ষীই হউন, আর সর্ব্ব ভূতে আত্মার অবস্থিতিই জানুন, অথবা স্থবিরই হউন, চিত্ত স্থির করিতে অশক্ত হওয়ায় তাঁহার সমস্তই বিড়ম্বনা মাত্র হয়। ৮। ধীর ব্যক্তি আহারে রত থাকিয়াও অথবা পর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াও সমস্ত আত্মা-

ধীরস্তু ভোজ্যমানোঽপি পীড্যমানোঽপি সর্ব্বদা ।
আত্মানং কেবলং পশ্যন্ ন তুষ্যতি ন কুপ্যতি ॥৯॥
চেষ্টমানং শরীরং স্বং পশ্যন্নন্যশরীরবৎ ।
সংস্তবে চাপি নিন্দায়াং কথং ক্ষুভ্যেন্মহাশয়ঃ॥১০॥
মায়ামাত্রমিদং বিশ্বং পশ্যন্ বিগতকৌতুকঃ।
অপি সন্নিহিতে মৃত্যৌ কথং ত্রস্যতি ধীরধীঃ ॥১১॥
নিস্পৃহং মানসং যস্য নৈরাশ্যেঽপি মহাত্মনঃ ।
তস্যাত্মজ্ঞানতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ॥ ১২ ॥

ময় জানিয়া সন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হন না। কারণ তিনি নির্লিপ্ত, সুখ দুঃখানুভব তাঁহাতে নাই। ৯। উক্ত মহাশয় ব্যক্তি কার্য্য করিলেও নিজ শরীরে ও অন্য শরীরে তাঁহার সমদৃষ্টি হেতু স্তুতি ও নিন্দাতে ক্ষুব্ধ হন না, যে হেতু তিনি কিছুই করেন নাই এই জ্ঞান তাঁহাতে থাকাতে তিনি স্বয়ং স্তব বা নিন্দা-ভাজন নহেন বিবেচনা করেন। ১০। এই বিশ্ব মায়াময়, প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নহে, স্বপ্নে অথবা পীড়া কালে ভ্রমহেতু কল্পিত বিষয়ে যেমন চিত্ত লিপ্ত বা উৎসুক হয় সংসারেও সেই রূপে সুখ দুঃখভোগ হইতেছে মাত্র, ইহা যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃত রূপে অনুভব করিতেছেন, তাঁহার কৌতুহলও নিবৃত্ত হইয়াছে এবং তিনি মুক্তি হইতে ভীত হন না। এ সংসার আরও দেখিতে বা আরও ভোগ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি কেমন করিয়া থাকিবে? সুতরাং তিনি সহজেই মুক্ত। ১১। বিষয়ে নিরাশ হইয়া যে জ্ঞান পরিতৃপ্ত মহানুভবের চিত্ত বিগতস্পৃহ হইয়াছে, তাঁহার সহিত কাহার তুলনা হইতে

স্বভাবাদেব জানানো দৃশ্যমেতন্ন কিঞ্চন।
ইদংগ্রাহ্যমিদংত্যাজ্যংসকিংপশ্যতি ধীরধীঃ ॥১৩॥
অন্তস্ত্যক্তকষায়স্য নির্দ্বন্দ্বস্য নিরাশিষঃ।
যদৃচ্ছয়াগতো ভোগো ন দুঃখায় ন তুষ্টয়ে ॥ ১৪ ॥

ইত্যষ্টাবক্রে তৃতীয় প্রকরণম্।

চতুর্থ প্রকরণম্।

জনক উবাচ।

হন্তাত্মজ্ঞস্য ধীরস্য খেলতো ভোগলীলয়া।
নহি সংসারবাহীকৈর্মূঢ়ৈঃ সহ সমানতা ॥ ১ ॥

পারে? কারণ তিনি আত্মাময়। ১২। যিনি সিদ্ধি বলে স্বতঃ জানিয়াছেন যে এই পরিদৃশ্যমান পদার্থ সমূহ কিছুই নহে, সেই ধীর বুদ্ধি ব্যক্তি ইহা গ্রাহ্য ইহা ত্যজ্য এরূপ বিবেচনা কেন করিবেন? যাঁহার গ্রন্থ পাঠ বা উপদেশ-মাত্র শ্রবণজনিত জ্ঞানে বিশ্ব অনিত্য কল্পনা হয়, তাঁহার চিত্ত স্থির না হওয়ায় তিনি প্রকৃত জ্ঞানী নহেন, তাঁহার আন্তরিক মলা বিদূরিত হয় নাই। ১৩। আন্তরিক কলুষ শূন্য, দ্বন্দ্ব জ্ঞানবিহীন, মঙ্গলেচ্ছা শূন্য ব্যক্তির অযত্ন লব্ধ বিষয় ভোগাদি সুখ বা দুঃখের হেতু হয় না। ১৪।

যে আত্মদর্শী ধীর ব্যক্তি বিষয় ভোগ রূপ ক্রীড়ায় রত আছেন মাত্র, তাঁহার সহিত সংসার ভার বহনকারী মূঢ় মতির

যৎপদং প্রেপ্সবো দীনাঃ শক্রাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
অহো তত্র স্থিতো যোগী ন হর্ষমুপগচ্ছতি॥ ২॥
তজ্জ্ঞস্য পুণ্যপাপাভ্যাং স্পর্শো হ্যন্তর্ন জায়তে।
নহ্যাকাশস্য ধূমেন দৃশ্যমানাপি সঙ্গতিঃ॥ ৩॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা।
যদৃচ্ছয়া বর্ত্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ॥ ৪॥

সাদৃশ্য হয় না। মূঢ় ও জ্ঞানী উভয়েই ব্রহ্ম, কিন্তু মূঢ় বদ্ধাভিমানী সুতরাং সে এই সংসারের সুখ দুঃখে জড়িত আছে; আর যিনি আত্মজ্ঞ ধীর তিনি ক্রীড়াস্থলে জয় পরাজয়ের ন্যায় ইহ সংসারে কিছুতেই আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বা বর্দ্ধিত মনে করেন না। ১। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণও দীন ভাবে যে অবস্থা কামনা করেন, যোগী ব্যক্তি সেই পদে অবস্থিত হইয়াও আনন্দিত হন না। কাম্য কর্ম্ম মাত্রেরই ফল ভোগ করিতে হইবে। ফলেচ্ছার সহিত নিয়ত সৎকার্য্যে রত থাকিলে তাহার ফল ভোগই স্বর্গ ভোগাদি, কিন্তু তাহাতে জীব মুক্ত হইতে পারে না, তবে সৎক্রিয়াশালী ব্যক্তির মুক্তি লাভেচ্ছা সহজেই হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণও সুখ দুঃখের বশবর্ত্তী সুতরাং মুক্ত নহেন। ২। ধূম যেমন আকাশে দৃষ্ট হইলেও আকাশের সহিত সঙ্গত হয় না, তদ্রূপ পাপ অথবা পুণ্য আত্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্তর স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। ৩। যে মহাত্মা আত্মাকেই এই সমস্ত বিশ্ব বলিয়া সম্যক্ রূপে জানিয়াছেন, তিনি যথেচ্ছায় অবস্থিত হইলেও কে তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয়? তাঁহার

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ভূতগ্রামে চতুর্ব্বিধে।
বিজ্ঞস্যৈব হি সামর্থ্যমিচ্ছানিচ্ছাবিবর্জনে ॥ ৫॥
আত্মানমদ্বয়ং কশ্চিজ্জানাতি পরমেশ্বরম্।
যদ্বেত্তি তৎ স কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ ॥৬॥
ইত্যুল্লাসষট্কং চতুর্থপ্রকরণম।

পাপ পুণ্যাদি জ্ঞান না থাকায় তাঁহাকে কোন বিষয়ে বাধা দেওয়া নিষ্ফল। এস্থলে সহজে বিবেচনা হইতে পারে যে তিনি অসত্য, হিংসা, চৌর্য্য, প্রভৃতি করিলে তাহা নিবারণ করা কেন যাইবে না? প্রকৃত প্রস্তাবে যে ব্যক্তি জ্ঞান যোগে ব্রহ্মময় জানিয়াছেন, তিনি সংসারে কোনও কার্য্যই করেন না সুতরাং এসকলই বা তিনি করিবেন কেন? তিনি কিছুই করেন না, সাধারণের জ্ঞান তাঁহা হইতে অনেক দুর্ব্বল, সুতরাং সাধারণে তাঁহার কার্য্যের দোষ গুণ অবধারণে অশক্ত। যদিও যোগাভ্যাসকালে তাঁহাতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু জ্ঞান লাভ করায় আর তাঁহার নিকট হিংসা অহিংসাদির প্রভেদ নাই। ৪। ব্রহ্ম হইতে গুল্মাদি পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাদি সম্বন্ধে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ত্যাগ করিতে বিজ্ঞেরই সামর্থ্য আছে। ৫। যে কোনও ব্যক্তি আপনাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনি অকুতোভয় এবং যাহা জানেন তাহাই করেন। ৬।

পঞ্চম প্রকরণম্‌।

অষ্টাবক্র উবাচ।

ন তে সঙ্গোঽস্তি কেনাপি কিং শুদ্ধস্ত্যক্তুমিচ্ছসি।
সংঘাতবিলয়ং কুর্ব্বন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ১ ॥
উদেতি ভবতো বিশ্বং বারিধেরিব বুদ্বুদঃ।
ইতি জ্ঞাত্বৈকমাত্মানমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ২ ॥
প্রত্যক্ষমপ্যবস্তুত্বাদ্‌ বিশ্বং নাস্ত্যমলে ত্বয়ি।
রজ্জুসর্প ইব ব্যক্তমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ৩ ॥
সমদুঃখসুখঃ পূর্ণ আশা নৈরাশ্যয়োঃ সমঃ।
সমজীবিতমৃত্যুঃ সন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ৪ ॥

ইতি লয়চতুষ্টয়ং পঞ্চমং প্রকরণম্‌।

তুমি নিঃসঙ্গ অর্থাৎ বিষয় সংস্পর্শ রহিত সুতরাং বিশুদ্ধ, অতএব কি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? এই পঞ্চ ভূতের লয় করত স্বতঃই লয় প্রাপ্ত হও। ব্রহ্মে স্বয়ং-লীন হইলে কিছুই থাকিবে না। ১। আত্মা এক, এবং সমুদ্রে যেমন বুদ্বুদ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বিশ্বও আত্মা স্বরূপ তোমা হইতেই উৎপন্ন, ইহা জানিয়া এই রূপেই লয় প্রাপ্ত হও। ২। তুমি নির্ম্মল, তোমাতে বিশ্বের অস্তিত্ব সম্ভবেনা, পরিদৃশ্যমান সমস্তই বস্তু শূন্য, রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র, অতএব এইরূপেই লয়প্রাপ্ত হও। ৩। তুমি পূর্ণ অর্থাৎ অনন্ত অদ্বিতীয়, তোমার সুখে দুঃখে, আশা ও নিরাশায়, জীবনে ও মরণে সমান, তুমি এই রূপেই লয়

ষষ্ঠ প্রকরণম্।

আকাশবদনন্তোঽহং ঘটবৎ প্রাকৃতং জগৎ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥১॥
মহোদধিরিবাহং স প্রপঞ্চো বীচিসন্নিভঃ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥২॥
অহং সংশুক্তিসঙ্কাশো রূপ্যবদ্বিশ্বকল্পনা।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥৩॥
অহং বা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বভূতান্যথো ময়ি।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥৪॥

ইত্যুত্তরোপদেশচতুষ্কং ষষ্ঠপ্রকরণম্।

প্রাপ্ত হও। ৪।

জ্ঞান এবং লয় কি? আত্মজ্ঞানই জ্ঞান এবং প্রকৃতিতে ইচ্ছা অনিচ্ছা না থাকাই লয়। আমি আকাশের ন্যায় অনন্ত, এবং বিশ্ব ঘটের ন্যায়; আকাশ যেমন ঘটের মধ্যে থাকিলেও ঘটের নহে, তদ্রূপ আমি বিশ্বে ব্যাপ্ত থাকিয়াও বিশ্বের নহি; আমি মহা সমুদ্রবৎ এবং বিশ্ব সংসার তরঙ্গের ন্যায়; আমি শুক্তি সদৃশ এবং বিশ্ব ভ্রম বশতঃ শুক্তিতে রৌপ্যের ন্যায় আমাতে কল্পিত মাত্র; আমি সর্ব্বভূতময় ও সর্ব্বভূত আমাতেই স্থিত; ইহাই প্রকৃত জ্ঞান, এবং এই জ্ঞানে উক্ত জগৎ প্রপঞ্চে প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি না থাকাই লয়। ১—৪।

সপ্তম প্রকরণম্।

জনকস্য।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বপোত ইতস্ততঃ।
ভ্রমতি স্বান্তবাতেন মম নাস্ত্যসহিষ্ণুতা ॥ ১ ॥
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ জগদ্বীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন মে বৃদ্ধির্ন মে ক্ষতিঃ ॥ ২ ॥
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বং নাম বিকল্পনা।
অতিশান্তো নিরাকার এতদেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৩ ॥
নাত্মা ভাবেষু নো ভাবাস্তত্রাত্মনি নিরঞ্জনে।
ইত্যসক্তোঽস্পৃহঃ শান্ত এতদেবাহমাস্থিতঃ ॥৪॥

আমি অর্থাৎ আত্মা অনন্ত মহা সমুদ্রবৎ। চিত্তবায়ু দ্বারা অর্থাৎ স্বকল্পনা মাত্র হেতু বিশ্বতরী ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। তাহাতে আমার অসহিষ্ণুতা নাই। ১। অথবা এই মহাসাগরে ব্রহ্মাণ্ডরূপ তরঙ্গমালা স্বতঃ উত্থিত বা বিলীন হইতেছে, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই। ২। এই আত্মা রূপ সাগরের বিশ্ব এই নাম কল্পনামাত্র। আমি অতি শান্ত, নিরাকার এবং এই রূপই আছি। অর্থাৎ আমার রূপান্তর বা অবস্থান্তর নাই। ৩। আত্মা প্রকৃতিতে অথবা প্রকৃতি নিরঞ্জন আত্মাতে লিপ্ত নহে। আমি এইরূপেই শান্ত, বাসনা বিরহিত এবং নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত। ৪। আমার নিকট কিছুই হেয় বা উপাদেয় হইতে পারে না, কারণ আমি চৈতন্য মাত্র, এবং এই বিশ্ব সংসার ইন্দ্রজালবৎ

অহো চিন্মাত্রমেবাহমিন্দ্রজালোপমং জগৎ।
ততো মম কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা ॥ ৫ ॥
ইত্যনুভবপঞ্চকং নাম সপ্তমপ্রকরণম্।

অষ্টম প্রকরণম।

অষ্টাবক্র উবাচ।

তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্ণাতি কিঞ্চিৎ হৃষ্যতি কুপ্যতি ॥১॥
তদা মুক্তির্যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ২ ॥
অস্তিত্ব শূন্য ভ্রান্তি দর্শন মাত্র। ৫।

বদ্ধ এবং মুক্তের প্রভেদ কি? যখন চিত্ত কোনও বিষয়ের বাসনা করে, শোক করে, কিছু ত্যাগ করে, গ্রহণ করে, অর্থাৎ অনাসক্ত বা আসক্ত হয়, এবং আনন্দিত বা ক্রুদ্ধ হয় তখনই বদ্ধাবস্থা, আর যখন চিত্তে ঐ সকল কিছুই হয় না তখনই মুক্তাবস্থা। যখন কোনও দৃশ্য পদার্থে চিত্তের আসক্তি থাকে তখনই বন্ধন, এবং আসক্তি না থাকাই মুক্তি। যতক্ষণ আমি আছি অর্থাৎ আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে জ্ঞান আছে ততক্ষণই বন্ধন, এবং আত্মাভিমান না থাকাই মুক্তি। ইহা জানিয়া তাচ্ছিল্য বশতঃ কিছুই

তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু ।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তং ন সক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু ॥ ৩ ॥
যদা নাহং তদা মোক্ষো যদাহং বন্ধনং তদা ।
মত্বেতি হেলয়া কিঞ্চিন্মা গৃহাণ বিমুঞ্চ মা ॥ ৪ ॥

ইত্যষ্টাবক্রসংহিতায়াং বন্ধমোক্ষব্যবস্থা নাম অষ্টমপ্রকরণম্ ।

নবম প্রকরণম্ ।

গুরুরাহ ।

কৃতাকৃতে চ দ্বন্দ্বানি কদা শান্তানি কস্য বা ।
এবং জ্ঞাত্বেহ নির্ব্বেদাদ্ভবত্যাগপরো ব্রতী ॥১॥
কস্যাপি তাত ধন্যস্য লোকচেষ্টাবলোকনাৎ ।
জীবিতেচ্ছা বুভুক্ষা চ বুভুৎসোপশমং গতা ॥২॥

গ্রহণ বা ত্যাগ করিবে না । ১—৪ ।

ইহসংসারে কাহারও কখন কৃত ও অকৃত বিষয়ে সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব নিবৃত্ত হয় না, ইহা জানিয়া মমতা বিহীন হইয়া ব্রতশীল ও সংসার বিরত হও । ১ । হে বৎস ! জীবের সংসার চেষ্টা দেখিয়া অর্থাৎ সংসারের অবস্থা দর্শনে তাহার মর্ম্মাবগত হইয়া কোনও ধন্য লোকেরই জীবনের ও ভোগের বাসনা নিবৃত্ত হয় । ২ । তাঁহারা এই সমগ্র সংসারকে অনিত্য, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-

অনিত্যং সর্ব্বমেবেদং তাপত্রিতয়দূষিতম্।
অসারং নিন্দিতং হেয়মিতি নিশ্চিত্য শাম্যতি ॥ ৩॥
কোঽসৌ কালো বয়ঃ কিংবা যত্রদ্বন্দ্বানিনোনৃণাম্।
তান্যুপেক্ষ্য যথাপ্রাপ্তবৎ তাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥৪॥
নানা মতং মহর্ষীণাং সাধূনাং যোগিনাং তথা।
দৃষ্ট্বা নির্ব্বেদমাপন্নঃ কো ন শাম্যতি মানবঃ ॥ ৫ ॥
কৃত্বা মূর্ত্তিপরিজ্ঞানং চেতনস্য ন কিং গুরুঃ।
নির্ব্বেদসমতাযুক্ত্যা নিস্তারয়তি সংসৃতেঃ ॥ ৬ ॥
পশ্য ভূতবিকারাংস্ত্বং ভূতমাত্রান্ যথার্থতঃ।
তৎক্ষণাদ্বন্ধনির্মুক্তঃ স্বরূপস্থো ভবিষ্যসি ॥ ৭ ॥

দৈবিক এই ত্রিবিধ সন্তাপপূর্ণ, অসার, নিন্দিত ও হেয় নিশ্চয় করিয়া শান্ত হন। ৩। কালই বা কি, বয়সই বা কি, অথবা যাহাতে মানবগণ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব ভাব অনুভব করে, তৎসমুদয়কেই উপেক্ষা করত যথা প্রাপ্তবৎ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ৪। সাধু, যোগী, এবং মহর্ষিগণের মত বহু প্রকার, ইহা দেখিয়া কোন্ নির্ম্মম হৃদয় মনুষ্য শান্তি লাভ না করেন? ৫। ব্রহ্মজ্ঞ গুরু, চিন্ময় আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া নির্ব্বেদ ও সাম্য অবলম্বন করত কি শিষ্যের উদ্ধার করেন না? ৬। ভূত সমূহের বিকার এবং তৎসমুদয়কে প্রকৃত রূপে দর্শনকর, তাহা হইলে আশু বন্ধনমুক্ত ও প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ আত্মা স্বরূপে অবস্থিত হইবে। ৭। বাসনাই সংসার, অতএব সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ কর, তাহা

বাসনা এব সংসার ইতি সর্ব্বা বিমুঞ্চতা।
তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতিরদ্য যথা তথা ॥৮॥
ইতি নির্ব্বেদাষ্টকং নাম নবমপ্রকরণম্।

দশম প্রকরণম্।

গুরুরাহ।

বিহায় বৈরিণং কামং অর্থঞ্চানর্থসংকুলম্।
ধর্ম্মমপ্যেতয়োর্হেতুং সর্ব্বত্রানাদরবং কুরু ॥ ১ ॥

হইলে ঐ বাসনা ত্যাগেই সংসার ত্যাগ হইবে, বাস যেখানে হউক তাহাতে ইষ্টাপত্তি নাই। সংসার ত্যাগ করিতে হইলে গৃহাদি ত্যাগ করিয়া বনে বাস করা ভ্রান্তি মাত্র; বাসনা ত্যাগ হইলেই যথেষ্ট; নচেৎ বনে গিয়াও বাসনাদি থাকিলে ভরতরাজার বনবাস তুল্য অকিঞ্চিৎকর হইবে। ৮।

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল কর্ম্ম হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্মার্থ কাম এই তিনটি সকাম কর্ম্মের ফল, আর মোক্ষ, অশুক্ল অকৃষ্ণ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের ফল। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে; সুতরাং ধর্ম্মার্থ কামের প্রতি হতাদর হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্ম সৎকর্ম্মে হয়। সৎকর্ম্মে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিলে তাহার শুভ ফলে অর্থাদি ভোগ হইয়া থাকে সুতরাং ধর্ম্ম অর্থাদির হেতু।

স্বপ্নেন্দ্রজালবৎ পশ্য দিনানি ত্রীণি পঞ্চ বা।
মিত্রক্ষেত্রধনাগারদারদায়াদিসম্পদঃ ॥ ২ ॥
যত্র যত্র ভবেৎ তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তং তদা।
প্রৌঢ়বৈরাগ্যমাস্থায় বীততৃষ্ণঃ সুখী ভব ॥ ৩ ॥
তৃষ্ণামাত্রাত্মকো বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।
ভবাসংসক্তিমাত্রেণ প্রাপ্তুতুষ্টির্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪ ॥

আবার অর্থ হইতেই বিষয় কামনাদি জাত ও বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং অর্থ অনর্থে পূর্ণ। এবং কামনা পরম শত্রু; সুখ, দুঃখ, জন্ম, জরা, মরণ প্রভৃতি সমুদয়ই বাসনা হইতে উদ্ভূত। অতএব এই কাম ও অর্থকে ত্যাগকর এবং ধর্ম্মেও বীতস্পৃহ হও। ১। সুহৃদ, ভূমি, কোষ, স্ত্রী, ধন প্রভৃতি সামান্য দিনের জন্য মাত্র; এ সকলকে স্বপ্নবৎ বা ইন্দ্র-জালবৎ জ্ঞান কর। ২। যে যে বিষয়ে বাসনা জন্মে তাহাই সংসার; প্রগাঢ় বৈরাগ্য অবলম্বন করত বিগততৃষ্ণ হইয়া সুখী হও। যাহাতে চিত্ত আকর্ষণ করিবে তাহাকেই বিপদের হেতুভূত জানিয়া সর্ব্বত্র অনাসক্ত হইবে। ৩। বিষয় তৃষ্ণাই বন্ধন, এবং তাহার নাশই মুক্তি; সংসারে অনাসক্ত হইবা মাত্র প্রতি ক্ষণেই সন্তোষ লাভ হইতে থাকে। ৪। তুমি অদ্বিতীয়, জ্ঞানময় এবং বিশুদ্ধ; এই বিশ্ব জড় ও অলীক। এবং সেই অবিদ্যা তোমাতে কিছু মাত্র নাই, তবে কেন তুমি তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইতেছ? আত্মায় অবিদ্যাদির সংস্পর্শ হইতে পারে না। যে ব্রহ্মাণ্ডকে মায়া ময় এবং আত্মাকে এক, শুদ্ধ, চিন্ময় বলিয়া জানে সেই আ

ত্বমেকশ্চেতনঃ শুদ্ধো জড়ং বিশ্বমসৎ তথা।
অবিদ্যাপিনকিঞ্চিৎ সা কা বুভুৎসাতথাপি তে ॥৫ ॥
রাজ্যং সুতাঃ কলত্রাণি শরীরাণি ধনানি চ।
সংসক্তস্যাপি নষ্টানি তব জন্মনি জন্মনি ॥ ৬ ॥
অলমর্থেন কামেন সুকৃতেনাপি কর্ম্মণা।
এভিঃ সংসারকান্তারে ন বিশ্রান্তমভূন্মনঃ ॥ ৭ ॥
কৃতং ন কতি জন্মানি কায়েন মনসা গিরা।
দুঃখমায়াসদং কর্ম্ম তদদ্যাপ্যুপরম্যতাম্ ॥ ৮ ॥

ইত্যুপশমাষ্টকং দশমপ্রকরণং ।

তত্ত্বজ্ঞ। ৫। রাজ্য, সন্তান, স্ত্রী, দেহ ও ধন সমূহে তুমি সংসক্ত আছ, অথচ তাহা জন্মে জন্মে নষ্ট হইতেছে। ৬। অর্থ, কাম, এবং সুকৃত কর্ম্মেরই বা প্রয়োজন কি? এই সংসার বিপিনে এসকলে চিত্ত বিশ্রাম লাভ করে না। শান্তিই বিশ্রাম লাভের সার উপায়। ৭। তুমি কত জন্মই কায়মনোবাক্যে দুঃখ ও ক্লেশদ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, অতএব এখনও তুমি বিরাম লাভ কর। জীব প্রাণপণে কর্ম্ম সঞ্চয় করে, কিন্তু তাহার ফল সংসারযন্ত্রণা ভোগ। ৮।

সংসারের উৎপত্তি স্থিতি লয়াদি নানা রূপ পরিবর্ত্তন স্বভাবতঃই হইতেছে, ইহা যিনি নিশ্চয় রূপে অর্থাৎ দিব্য জ্ঞানে জানেন তিনিই বিকার বিহিরত, ক্লেশ শূন্য, ও সুখে

একাদশ প্রকরণম্।

গুরুরাহ।

ভাবাভাববিকারশ্চ স্বভাবাদিতি নিশ্চয়ী।
নির্ব্বিকারো গতক্লেশঃ সুখেনৈবোপশাম্যতি ॥১॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বনির্ম্মাতা নেহান্য ইতি নিশ্চয়ী।
অন্তর্গলিতসর্ব্বাশঃ শান্তঃ ক্বাপি ন সজ্জতে ॥ ২ ॥
আপদঃ সম্পদঃ কালে দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী।
তৃপ্তঃ স্বস্থেন্দ্রিয়ো নিত্যং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি ॥৩॥
সুখদুঃখে জন্মমৃত্যু দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী।
সাম্যদর্শী নিরায়াসঃ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৪ ॥

শান্তি লাভ করেন। নিশ্চয়তা না থাকিলে এ সুখ শান্তি হইতে পারে না। ১। পরমাত্মা ঈশ্বরই সমস্ত সৃষ্টির হেতু, তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই, যিনি ইহা নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারই অন্তঃকরণ হইতে সমস্ত আশা তিরোহিত হইয়া শান্তি যুক্ত হইয়াছে, তিনি আর কিছু-তেই আসক্ত হন না। ২। আপদ এবং সম্পদ যথা কালে বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত না হইয়াও স্বভাবতঃই উপস্থিত হয়, যিনি ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনি তৃপ্ত, তাঁহার ইন্দ্রিয়-সমুহ নির্ম্মল হইয়াছে, তিনি কিছুতেই বাসনা বা শোক করেন না। ৩। সুখ, দুঃখ জন্ম ও মৃত্যু প্রকৃতি বশেই হইয়া থাকে, যিনি ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, নিরায়াস এবং কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। ৪।

চিন্তয়া জায়তে দুঃখং নান্যথেহেতি নিশ্চয়ী।
তয়া হীনঃ সুখী শান্তঃ সর্ব্বত্র গলিতস্পৃহঃ ॥ ৫ ॥
নাহংদেহো ন মে দেহো বোধোঽহমিতি নিশ্চয়ী।
কৈবল্যমিব সংপ্রাপ্তো নং স্মরত্যকৃতং কৃতম্ ॥ ৬ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তমহমেবেতি নিশ্চয়ী।
নির্ব্বিকল্পঃ শুচিঃ শান্তঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্তসুনির্বৃতঃ ॥ ৭॥
নানাশ্চর্য্যমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
নির্ব্বাসনঃ স্ফূর্ত্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি ॥৮॥
ইতি জ্ঞানাষ্টকং একাদশপ্রকরণং ।

সংসারে চিন্তাই দুঃখের হেতু, অপর কিছু নহে ; ইহা নিশ্চয়-কারী ব্যক্তি চিন্তাকেই পরিত্যাগ করত সর্ব্ব বিষয়ে স্পৃহা-শূন্য হইয়া সুখী ও শান্তি যুক্ত। ৫। আমি দেহ নহি, আমারও দেহ নাই, আমি চিন্ময়, যিনি ইহা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছেন, তিনি কৈবল্য পদেই অবস্থান করত কৃত ও অকৃত কার্য্য স্মরণ করেন না অর্থাৎ তৎপ্রতি মনোযোগ করেন না। ৬। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই আত্মা অথবা আমি, যিনি জ্ঞান বলে ইহা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছেন, তিনি নির্ব্বিকল্প, শুদ্ধ, শান্ত এবং প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত সমস্ত বিষয়েই সন্তুষ্ট। ৭। নানা প্রকার আশ্চর্য্যময় এই বিশ্ব কিছুই নহে, যিনি ইহা-নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনি বাসনা শূন্য, পূর্ণ বিকাশিত, এবং সংসার অনিত্য জ্ঞানেই শান্ত। ৮

দ্বাদশ প্রকরণম্।

জনক আহ।

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্ব্বং ততো বাগ্বিস্তরাসহঃ।
অথ চিন্তাসহস্তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ১ ॥
প্রীত্যভাবেন শব্দাদেরদৃশ্যত্বেন চাত্মনঃ।
বিক্ষেপৈকাগ্রহৃদয় এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ২ ॥
সমাধ্যাসাদিবিক্ষিপ্তৌ ব্যবহারঃ সমাধয়ে।
এবং বিলোক্য নিয়মমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৩ ॥

নিশ্চয় জ্ঞান সমূহ যাঁহার হইয়াছে তিনিই মুক্ত, এবং উক্ত জ্ঞান লাভ করাই যোগ। ৮।

প্রথমে কায়িক শ্রম হইতে, তৎপরে বহু আলাপ হইতে, ক্রমে ঐরূপে চিন্তা হইতেও বিরত হইয়া এই রূপেই আছি। ১। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি প্রাকৃতিক গুণসমূহে প্রীতি না থাকায়, এবং আত্মার নিরাকারত্ব হেতু তৎপ্রতিও চিত্ত আকৃষ্ট হইবার কারণ না থাকায়, আমার চিত্ত, বিক্ষেপ শূন্য একাগ্র হইয়া এই রূপেই অবস্থান করিতেছি। ২। সমাধি অনুষ্ঠানের জন্য আত্মাতে চিত্তারোপ বিক্ষেপেরই হেতু হয়, এই নিয়ম অবলোকন করত আমি এই রূপেই আছি। চিত্ত আত্মাতে অর্পণ করিবার চেষ্টাতেই চিত্ত বিক্ষেপ হয়। ৩। হে ব্রহ্মণ! হেয় ও উপাদেয় জ্ঞানাভাবে হর্ষ বা বিষাদ বিহীন হইয়া আমি এই রূপেই আছি। হেয়

হেয়োপাদেয়বিরহাদেবং হর্ষবিষাদয়োঃ ।
অভাবাদদ্য হে ব্রহ্মন্নেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
আশ্রমানাশ্রমধ্যানং চিত্তস্বীকৃতবর্জ্জনম্ ।
বিকল্পং মম বীক্ষ্যৈতৈরেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৫ ॥
কর্ম্মানুষ্ঠানমজ্ঞানাং তথৈবোপরমস্তথা ।
বুদ্ধা সম্যগিদং তত্ত্বমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৬ ॥
অচিন্ত্যং চিন্ত্যমানোহপি চিন্তারূপং ভজত্যসৌ
ত্যক্ত্বা তদ্ভাবনং তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৭ ॥
এবমেব কৃতং যেন স কৃতার্থো ভবেদসৌ ।
এবমেব স্বভাবো যঃ স কৃতার্থো ভবেদসৌ ॥ ৮ ॥

ইত্যেবমেবাষ্টকং দ্বাদশপ্রকরণং ।

বস্তু অর্থাৎ রোগ, শোকাদির অভাব এবং উপাদেয় বস্তু অর্থাৎ দারা, পুত্র, ধনাদি অভিলষিত পদার্থের প্রাপ্তিই হর্ষের হেতু এবং তদ্বিপরীতে বিষাদ হয়; সুতরাং হেয়োপাদেয় জ্ঞানাভাবেই হর্ষ বিষাদ শূন্যতা জন্মে। ৪। ইহা আশ্রম, ইহা অনাশ্রম, ইহা গ্রাহ্য, ইহা ত্যাজ্য, এই সকল জ্ঞানে বিকল্প বোধ করত এই রূপেই আছি। ৫। অজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান বিহীন ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্ম ত্যাগ উভয়ই সমান; এই তত্ত্ব বিশিষ্ট রূপে বুঝিয়া এমনই আছি। ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মিলে কর্ম্ম ত্যাগ নিষ্ফল। ৬। ব্রহ্ম অচিন্ত্য, তাঁহাকে চিন্তা করিলে চিন্তাকেই ভজনা করা হয়; সুতরাং আমি

ত্রয়োদশ প্রকরণম্।

পুনঃ শিষ্যঃ॥

অকিঞ্চনভবং স্বাস্থ্যং কৌপীনত্বেঽপি দুর্লভম্।
ত্যাগাদানে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্॥ ১॥
কুত্রাপি খেদঃ কায়স্য জিহ্বা কুত্রাপি খিদ্যতে।
মনঃ কুত্রাপি তত্ত্যক্ত্বা পুরুষার্থে স্থিতঃ সুখম্॥২॥

তচ্চিন্তা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া এমনই আছি। আত্মা সর্ব্ব ভূত ময়, সুতরাং কে কাহাকে চিন্তা করে? চিন্তাতেই চিত্ত বিক্ষেপ হয়। ৭। যিনি এই রূপ করেন, অথবা যাঁহার স্বভাবই এই রূপ, তিনিই কৃতার্থ অর্থাৎ লব্ধ পদ। ৮।

আমি কিছুই নহে, আমার কিছুই নাই, এই জ্ঞান জনিত সন্তোষ সুখ কৌপীনধারীরও হয় না, অর্থাৎ কৌপীন ধারীরও যদি বহির্বাসের প্রতি আস্থা থাকে তাহা হইলে তিনিও সুস্থ নহেন; এই নিমিত্তই আদান প্রদান পরিত্যাগ করত আমি যথা সুখে অবস্থান করিতেছি। ১। কোথাও শারীরিক খেদ, কোথাও রসনার খেদ, কোথাও বা চিত্তের খেদ, অতএব সর্ব্ব প্রকার অবসাদ পরিহার করত যথা সুখে পুরুষার্থে অবস্থান করিতেছি। ২। আত্মা কিছুই করেন না, তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা ইহা অনুভব করত যখন যে কার্য্য উপস্থিত হয় তখন তাহাই করিয়া যথা সুখে অবস্থান করি-তেছি। কার্য্যের উদ্যোগ, চেষ্টা বা ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া

কৃতং কিমপি নৈব স্যাদিতি সঞ্চিন্ত্য তত্ত্বতঃ।
যদা যৎকর্ত্তুমায়াতি তৎকৃত্বাসে যথাসুখম্॥ ৩॥
কর্ম্মনৈষ্কর্ম্মনির্ব্বন্ধভাবা দেহস্থযোগিনঃ।
সঙ্গাৎ সংযোগবিরহাদহমাসে যথাসুখম্॥ ৪॥
অর্থানর্থৌ ন মে স্থিত্যা গত্যা বা শয়নেন বা।
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ তস্মাদহমাসে যথাসুখম্॥ ৫॥
স্বপতো নাস্তি মে হানিঃ সিদ্ধির্যত্নবতো ন বা।
নাশোল্লাসৌ বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্॥ ৬॥

উপস্থিত মত নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। ৩। যে সকল যোগী দেহাভিমানী অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞানযোগে আত্মদর্শী নহেন তাঁহারাই কর্ম্মে বা কর্ম্মহীনতায় আবদ্ধ; আত্মজ্ঞানী অর্থাৎ যখন আমি আপনাকে আত্মা মাত্র বলিয়া জানি তখন নিঃসঙ্গ বা সংযোগাভাব হেতু যথা সুখেই অবস্থান করিয়া থাকি। ৪। স্থিতি, গতি, বা শয়ন কিছুতেই অর্থ বা অনর্থ নাই। বিনা কারণে অর্থাৎ করিতে হয় করিতেছি এই ভাবে সকল কার্য্যই করিয়া থাকি, সুতরাং স্থিতি, গতি, নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত করিয়াও যথা সুখে অবস্থান করি। ৫। নিদ্রায় আমার ক্ষতি নাই, যত্ন করিলেও সিদ্ধির প্রতি আস্থা নাই; অর্থাৎ কার্য্য সিদ্ধি উদ্দেশ্য না থাকায় ফলাকাঙ্ক্ষার অভাবে কার্য্যে যত্নই করি অথবা আদৌ কার্য্য না করি উভয়ই সমান। সুতরাং হর্ষ বিষাদ ত্যাগ করত যথা সুখে অবস্থান করিতেছি। ৬। সংসারে সুখ দুঃখাদি বহু প্রকার

সুখাদিরূপানিয়মং ভাবেষ্বালোক্য ভূরিশঃ।
শুভাশুভে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৭ ॥
ইতি যথাসুখসপ্তকং ত্রয়োদশপ্ররণম।

চতুর্দ্দশ প্রকরণম্

শিষ্যেণ পুনরুচ্যতে॥

প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তো যঃ প্রমাদাদ্ভাবভাবনঃ।
নিদ্রিতো বোধিত ইব ক্ষীণসংসরণো হি সঃ ॥ ১॥
ক্ব ধনানি ক্ব মিত্রাণি ক্ব মে বিষয়দস্যবঃ।
ক্ব শাস্ত্রং ক্ব চ বিজ্ঞানং যদা মে গলিতা স্পৃহা॥ ২॥

অনিয়ম দর্শন করিয়া শুভাশুভ উভয়কেই পরিত্যাগ করত যথা সুখে অবস্থিতি করিতেছি। ৭।

যিনি স্বভাবতঃ শূন্য চিত্ত এবং ভ্রম বশতঃ সংসার চিন্তা রত, তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সংসার বাসনা বির-হিত হন। স্বপ্নে, সুখ বিভীষিকাদি দর্শন করত নিদ্রাভঙ্গ হইলেই যেমন স্বপ্নের অনিত্যতা সহজেই অনুভব হয়, জ্ঞানোদয় মাত্রেই সংসারও তদ্রূপ অনিত্য নিশ্চয় হয়। ১। বাসনা শূন্যের নিকট ধন, বন্ধু, বিষয় রূপ দস্যু সমূহ, শাস্ত্র, ও বিজ্ঞান, এসকল কোথা? অর্থাৎ আত্মা মাত্র জ্ঞান হইলে এসকল জ্ঞান থাকে না। ২। দ্রষ্টা পুরুষ পরমাত্মা

বিজ্ঞাতে সাক্ষিপুরুষে পরমাত্মনি চেশ্বরে।
নৈরাশ্যে বন্ধমোক্ষে চ ন চিন্তা মুক্তয়ে মম ॥ ৩ ॥
অন্তর্ব্বিকল্পশূন্যস্য বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তাস্তাদৃশা এব জানতে ॥ ৪ ॥
ইতি শান্তিচতুষ্কং নাম চতুর্দ্দশপ্রকরণম্।

পঞ্চদশ প্রকরণম্।

গুরুণোচ্যতে।

যথাতথোপদেশেন কৃতার্থঃ সত্ত্ববুদ্ধিমান্।
আজীবমপি জিজ্ঞাসুঃ পরস্তত্র বিমুহ্যতি ॥ ১ ॥

ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান উদয় হওয়ায় আমার নৈরাশ্য, কর্ম্ম রূপ বন্ধন, মোক্ষসাধক জ্ঞান, বা মুক্তির জন্যও চিন্তা নাই। ৩। যিনি মনে ২ বিকল্প রহিত অথচ বাহ্যে স্বচ্ছন্দ বিহারী, সেইরূপ ব্যক্তিগণই ভ্রান্তের বিভিন্ন অবস্থার পরিজ্ঞানে সমর্থ। সাংসারিক লোকের পক্ষে ইহা এক প্রকার বিজ্ঞানের একটি সূত্র স্বরূপ। স্থির অথচ নির্লিপ্ত এবং পক্ষপাত শূন্য হইয়া যে কোনও কার্য্য কর কিম্বা দেখ ঐ সমস্ত কার্য্যেরই গতি এবং হেতু ফলাদি স্পষ্ট জানিতে পারিবে। কিন্তু চঞ্চল অথবা স্বয়ং লিপ্ত হইলে আর সেরূপ হয় না। ৪।

সত্ত্বগুণ প্রধানা বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন তেমন উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াই অভীষ্ট লাভ করেন, অপরে আজীবন শাস্ত্র

মোক্ষো বিষয়বৈরস্যং বন্ধো বৈষয়িকো রসঃ।
এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ২ ॥
বাগ্মিপ্রাজ্ঞমহোদ্যোগং জনং মূকং জড়ালসম্।
করোতি তত্ত্ববোধোঽয়মতস্ত্যক্তো বুভুক্ষুভিঃ ॥ ৩ ॥
ন ত্বং দেহো ন তে দেহো ভোক্তা কর্ত্তা ন বা ভবান্।
চিদ্রূপোঽসি সদা সাক্ষী নিরপেক্ষঃ সুখং চর ॥ ৪ ॥

বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়াও মোহাচ্ছন্ন থাকেন। অদৃষ্ট দোষে অনেকেই উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ অথবা সন্দেহ বশতঃ ইতস্ততঃ ধাবমান। সাধু দেখিলেই উপদেশ গ্রহণ করা এবং সেই উপদেশ একই অর্থ বোধক হইলেও ভিন্নার্থ বিবেচনা করত প্রতি বারেই পূর্ব্বোপদেশে অনাস্থা ও নূতন লইয়া বিব্রত হওয়া অনেকেরই অভ্যাস। কিন্তু যাঁহাদের বুদ্ধি সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, তাঁহারা সকল সদুপদেশের মর্ম্মই এক জানিয়া জ্ঞান লাভ করত শান্ত থাকেন। ১। বিষয়ে বীতস্পৃহাই মুক্তি, এবং বিষয়ে আসক্তিই বন্ধন; ইহাই বিজ্ঞান, ইহাই সার জানিয়া যথেচ্ছা আচরণ কর। ২। এই তত্ত্ব জ্ঞানে বাগ্মী ব্যক্তিকে মূক, প্রাজ্ঞকে জড় এবং মহোদ্যোগীকেও অলস করে, এই নিমিত্তই বিষয়তৃষ্ণ লোকে ইহাতে বিরত। ৩। তোমার দেহ নাই, তুমিও দেহ নও, তুমি ভোক্তা বা কর্ত্তা নহ, তুমি দ্রষ্টা ও চিদ্রূপ, অতএব নিরপেক্ষ হইয়া সুখে বিচরণ কর। ৪। সুখানুশয়ী অনুরাগ ও দুঃখানুশয়ী দ্বেষ মনের ধর্ম্ম; কিন্তু এই মন কদাচই তোমার নহে, তুমি বিকল্প ও বিকার শূন্য, চৈতন্যস্বরূপ,

রাগদ্বেষৌ মনোধর্ম্মৌ ন মনস্তে কদাচন।
নির্ব্বিকল্পোঽসি বোধাত্মা নির্ব্বিকারঃসুখংচর ॥ ৫ ॥
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
বিজ্ঞায় নিরহঙ্কারো নির্ম্মমস্ত্বং সুখী ভব ॥ ৬ ॥
বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
তৎ ত্বমেব ন সন্দেহশ্চিন্মূর্ত্তে বিজ্বরো ভব ॥ ৭ ॥
শ্রদ্ধৎস্ব তাত শ্রদ্ধৎস্ব নাত্র মোহং কুরু প্রভো।
জ্ঞানস্বরূপোভগবানাত্মা ত্বংপ্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৮ ॥
গুণৈঃ সংবেষ্টিতো দেহস্তিষ্ঠত্যায়াতি যাতি চ।
আত্মা ন গন্তা নাগন্তা কিমেনমনুশোচসি ॥ ৯ ॥

অতএব সুখে বিচরণ কর। ৫। আপনাকে সর্ব্ব ভূতে এবং সর্ব্ব ভূতও আপনাতেই জানিয়া মায়া ও অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখী হও। উক্ত জ্ঞান জন্মিলে অহঙ্কার ও মমত্ব অর্থাৎ আমি এবং আমার এই জ্ঞান থাকা অসম্ভব এবং তাহাতেই সুখ। ৬। সাগরে তরঙ্গবৎ যাঁহাতে এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, তুমিই নিঃসন্দেহ সেই জ্ঞানময় আত্মা অতএব ক্লেশ শূন্য হও। ৭। তুমি এবিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হও, মোহ জনিত ভ্রান্তি ত্যাগ কর ; তুমিই প্রকৃতি হইতে পৃথক জ্ঞান ও আত্মা স্বরূপ ভগবান। ৮। সত্ত্বাদি গুণ বিশিষ্ট দেহের নাশ ও উৎপত্তি থাকায় পুনঃ ২ জন্ম ও মৃত্যু ঘটিতেছে। কিন্তু আত্মার নাশ বা বিকাশ নাই, তুমি সেই আত্মা হইয়া আপনার জন্য কেন অনুতাপ করিতেছ ? ৯।

দেহস্তিষ্ঠতু কল্পান্তং গচ্ছত্বদ্যৈব বা পুনঃ।
ক বৃদ্ধিঃ ক চ বা হানিস্তব চিন্মাত্ররূপিণঃ॥ ১০॥
ত্বয্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্ববীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন তে বৃদ্ধির্ন বা ক্ষতিঃ॥ ১১॥
তাত চিন্মাত্ররূপোঽসি ন তে ভিন্নমিদং জগৎ।
অতঃ কস্য কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা॥ ১২॥
একস্মিন্নব্যয়ে শান্তে চিদাকাশেঽমলে ত্বয়ি।
কুতো জন্ম কুতঃ কর্ম্ম কুতোঽহঙ্কারএব চ॥ ১৩॥
যত্ত্বং পশ্যসি তত্রৈকস্ত্বমেব প্রতিভাসসে।
কিং পৃথগ্‌ভাসতে স্বর্ণাৎ কটকাঙ্গদনূপুরম্॥ ১৪॥

তুমি চিন্মাত্র রূপী, এই দেহ কল্পান্ত পর্য্যন্তই থাকুক আর অদ্যই বিনষ্ট হউক তোমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? ১০। অনন্ত মহাসাগর সদৃশ তোমাতে বিশ্ব রূপ ঊর্ম্মিমালা স্বতঃ উত্থিত বা লয় প্রাপ্ত হইলে তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ১১। বৎস! তুমি জ্ঞান স্বরূপ, তোমা হইতে এই বিশ্বের প্রভেদ নাই, অতএব কি নিমিত্ত কাহারও কোনও বিষয়ে হেয় বা উপাদেয় জ্ঞান হইবে? সকলেই এই এক আত্মা, সুতরাং ইহার মধ্যে জনগত, হেতুগত, বা বিষয়গত পার্থক্য অসম্ভব। ১২। তুমি এক, অক্ষয়, শান্ত, জ্ঞানময়, ব্যোম স্বরূপ, এবং নির্ম্মল; তোমার জন্মই বা কি? কর্ম্মই বা কোথায়? এবং অহঙ্কারই বা কিসের? ১৩। স্বর্ণ নির্ম্মিত কটকাদি বিভিন্ন অলঙ্কার সমূহ যেমন স্বর্ণ মাত্র

অয়ং সোহহময়ং নাহং বিভাগমিতি সন্ত্যজ।
সর্ব্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য নিঃসংকল্পঃ সুখীভব ॥ ১৫ ॥
তবৈবাজ্ঞানতো বিশ্বং ত্বমেকঃ পরমার্থতঃ।
ত্বত্তোঽন্যো নাস্তি সংসারী নাসংসারীচকশ্চন ॥ ১৬ ॥
ভ্রান্তিমাত্রমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
নির্ব্বাসনঃস্ফূর্ত্তিমাত্রোনকিঞ্চিদিব শাম্যতি ॥ ১৭ ॥
এক এব ভবাম্ভোধাবাসীদস্তি ভবিষ্যতি;
নতে বন্ধোঽস্তি মোক্ষোবাকৃতকৃত্যঃসুখংচর ॥ ১৮ ॥

ব্যতীত আর কিছুই নহে, তদ্রূপই তুমি যাহা কিছু দেখিতেছ সমস্ততেই তুমি মাত্র বিরাজিত, তুমি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ১৪। এই আমি এবং উহা আমি নহি এই ভেদ জ্ঞান পরিত্যাগ ও সমস্ত আত্মাময় নিশ্চয় করত কল্পনাবিহীন হইয়া সুখী হও! ১৫। প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি একমাত্র হইলেও তোমারই অজ্ঞানতা বশতঃ এই বিশ্বরূপ ভ্রম জ্ঞান হইতেছে। অতএব অজ্ঞান মোহাবৃতাবস্থায় তোমা হইতে সংসারী, এবং প্রকৃতাবস্থায় তোমা হইতে নিঃসংসারী আর কে আছে? ১৬। এই বিশ্ব কিছুই নহে, ভ্রমমাত্র, ইহা নিশ্চয়কারী ব্যক্তি বাসনা শূন্য এবং স্ফূর্ত্তি মাত্র হইয়া কিছুই নাই জ্ঞানে শান্ত থাকেন। ১৭। এই ভব সাগরে একমাত্র আত্মাই ছিল, আছে, এবং থাকিবে; সেই আত্মা স্বরূপ তোমার বন্ধন মোচন নাই, সুতরাং কৃতকৃত্য হইয়া সুখে বিচরণ কর। ১৮। হে চিন্ময়, সংকল্প

মা সংকল্পাবিকল্পাভ্যাং চিত্তং ক্ষোভয় চিন্ময়।
উপশাম্য সুখং তিষ্ঠ স্বাত্মন্যানন্দবিগ্রহে ॥ ১৯ ॥
ত্যজ ধ্যানং হি সর্ব্বত্র মা কিঞ্চিদ্ধৃদি ধারয়।
আত্মা ত্বং মুক্ত এবাসি কিং বিমৃষ্য করিষ্যসি ॥ ২০।
ইতি তত্ত্বোপদেশবিংশকং নাম পঞ্চদশপ্রকরণম্।

ষোড়শ প্রকরণম্।

পুনর্গুরুরাহ।

আচক্ষ্ব শৃণু বা তাত নানাশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ব্ববিস্মরণাদৃতে ॥ ১ ॥

বা বিকল্প হেতু মনকে ক্ষুব্ধ করিও না; শান্ত হইয়া আত্মানন্দ লাভ করত সুখে অবস্থান কর। ১৯। সকল বিষয়ে চিন্তা পরিত্যাগ কর, হৃদয়ে কোনও রূপ ভাবনাকে স্থান দিও না; তুমি আত্মা স্বরূপ এবং মুক্ত, তুমি চিন্তা করিয়া কি করিবে? ২০।

তুমি যতই বহুবিধ শাস্ত্রাদি পাঠ বা শ্রবণ করনা কেন, এই মায়াময় সংসার একেবারে বিস্মৃত না হইতে পারিলে কখনই সুখী হইতে পারিবেনা। ১। আবার হে বিজ্ঞ! যখন তোমার মন সমস্ত আশা শূন্য হইল, তখন তুমি ভোগই কর, আর কর্ম্মই কর, অথবা সমাধিস্থই হও, সকলই শোভা

ভোগং কর্ম্ম সমাধিং বা কুরু বিজ্ঞ তথাপি তে।
চিত্তং নিরস্তসর্ব্বাশমত্যর্থং রোচয়িষ্যতি ॥ ২ ॥
আয়াসাৎ সকলো দুঃখী নৈনং জানাতি কশ্চন।
অনেনৈবোপদেশেনধন্যঃপ্রাপ্নোতিনির্বৃতিম্ ॥ ৩ ॥
ব্যাপারে খিদ্যতে যস্তু নিমেষোন্মেষয়োরপি।
তস্যালস্যধুরীণস্য সুখং নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥
ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তং যদা মনঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু নিরপেক্ষং তদা ভবেৎ ॥ ৫ ॥

পাইবে। ২। কর্ম্মফলাসক্তিযুক্ত যত্নই লোকের দুঃখ, ইহা কেহই জানে না; যিনি এই উপদেশ মাত্র পাইয়াই শান্তি লাভ করেন তিনিই ধন্য। ৩। চক্ষু উন্মীলন ও নিমীলনের চেষ্টা করিতেও যিনি খিন্ন হন, সেই অলস শ্রেষ্ঠ ভিন্ন অপর কেহ সুখী নহে। চেষ্টা বা উদ্যোগের সহিত কোন কর্ম্মই করিবে না। ইহা নূতন প্রকারের আলস্য, এ আলস্যে নিদ্রাতেও যেমন বিরতি পরিশ্রমেও তদ্রূপ, প্রবৃত্তিতেও অনাস্থা অপ্রবৃত্তিতেও তাহাই। ৪। আমি ইহা করিয়াছি এবং ইহা করি নাই এই জ্ঞানই দ্বৈত জ্ঞান, যখন চিত্ত এই দ্বৈত জ্ঞান হইতে মুক্ত হইবে তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের প্রতি নিরপেক্ষ হইবে। মুক্ত ব্যক্তির নিকট এসকলের প্রভেদ কি? তাহার ধর্ম্মার্থ কাম দূরে থাকুক মোক্ষের প্রতিও দৃষ্টি নাই; যে বদ্ধ, মোক্ষ তাহারই বাঞ্ছনীয়, মুক্তের নহে। ৫। বিষয়ানুরক্ত বা

বিরক্তো বিষয়দ্বেষ্টা রাগী বিষয়লোলুপঃ।
গ্রহমোক্ষবিহীনস্তু ন বিরক্তো ন রাগবান্॥ ৬॥
হেয়োপাদেয়তা তাবৎ সংসারবিটপাঙ্কুরঃ।
স্পৃহা জীবতি যাবদ্বৈর্নির্ব্বিচারদশাস্পদম্॥ ৭॥
প্রবৃত্তৌ জায়তে রাগো নিবৃত্তৌ দ্বেষ এব হি।
নির্দ্বন্দ্বো বালবদ্ধীমান্ এবমেব ব্যবস্থিতঃ॥ ৮॥
হাতুমিচ্ছতি সংসারং রাগী দুঃখজিহাসয়া।
বীতরাগো হি নির্দুঃখস্তস্মিন্নপি ন খিদ্যতে॥ ৯॥

বিষয় বিদ্বেষ্টা উভয়েই বদ্ধ, উভয়েই সমান, কারণ যিনি বিষয় বিদ্বেষ্টা তিনি দ্বেষ যুক্ত, আর যিনি অনুরক্ত তিনি অনুরাগ যুক্ত; কিন্তু যিনি আকাঙ্ক্ষা বা ত্যাগেচ্ছা শূন্য তিনিই প্রকৃত রাগ দ্বেষ বিহীন। ৬। যত দিন কিছু মাত্র অনুভবেচ্ছা থাকিবে, তত দিন নির্ব্বিচারাবস্থা যুক্ত লোকেরও হেয় ও উপাদেয় জ্ঞান থাকিবে, এবং তাহাই সংসার তরুর মূল। ৭। প্রবৃত্তি হইতে অনুরাগ, এবং নিবৃত্তি হইতে দ্বেষ জন্মে; অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই দ্বন্দ্ব জ্ঞানই পরিত্যাগ করত বালকের ন্যায় যথাবৎ অবস্থান করেন। ৮। অনেকের বিবেচনায় সংসার পরিত্যাগ করিলেই মুক্তি হইল, পুত্র কলত্রই বন্ধন। কিন্তু তাহা নহে, বন্ধন মনে। যিনি দুঃখ পরিহারের জন্য সংসার ত্যাগে সঙ্কল্প করেন, তিনি সুখানুরাগী, সুতরাং তিনিও বদ্ধ, কিন্তু যিনি বীতরাগ তাঁহার দুঃখ নাই, সুতরাং তিনি সংসারের মধ্যে থাকিয়াও

যস্যাভিমানোমোক্ষেঽপিদেহেঽপিমমতাতথা।
ন বা জ্ঞানী ন বা যোগী কেবলং দুঃখভাগসৌ॥ ১০॥
হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোঽপি বা।
তথাপি তব ন স্বাস্থ্যং সর্ব্ব বিস্মরণাদৃতে॥ ১১॥
ইতি বিশেষোপদেশৈকাদশকং ষোড়শপ্রকরণম্।

সপ্তদশ প্রকরণম্।

গুরুঃ।

তেন জ্ঞানফলং প্রাপ্তং যোগাভ্যাসফলং তথা।
তৃপ্তঃস্বচ্ছেন্দ্রিয়ো নিত্যমেকাকী রমতে তু যঃ॥ ১॥

খিন্ন হন না। ৯। যাঁহার মোক্ষাভিমান আছে, তাঁহার অগত্যাই দেহাভিমান রহিয়াছে, আমি দেহাদি হইতে মুক্ত বা পৃথক জ্ঞানেই দেহাদির স্বতন্ত্র জ্ঞান হইল, এই দ্বৈত জ্ঞানই দুঃখের হেতু, এরূপ ব্যক্তিকে জ্ঞানী বা যোগী বলা যায় না। ১০। আমি, এবং আমার, অনুরাগ, অথবা দ্বেষ, ত্যাগ বা ইচ্ছা, এসকল কোন জ্ঞানই থাকিবে না; তাহা হইলেই সমস্ত বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব উপদেষ্টা হইলেও সুখী হইতে পারিবে না। এই সংসারের এবং দেহের অস্তিত্ব জ্ঞান শূন্য হওয়া আবশ্যক। তাহাই মুক্তি। ১১।

যিনি তৃপ্ত, ইন্দ্রিয় মল বিহীন, নিয়ত নিঃসঙ্গ, ও সন্তুষ্ট

ন কদাচিৎ জগত্যস্মিংস্তত্ত্বজ্ঞো হন্ত খিদ্যতে।
যত্র একেন তেনেদং পূর্ণং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্॥ ২ ॥
ন জাতু বিষয়াঃ কেঽপি স্বারামং হর্ষয়ন্ত্যমী।
সল্লকীপল্লবপ্রীতমিবেভং নিম্বপল্লবাঃ॥ ৩ ॥
যস্তু ভোগেষু ভুক্তেষু ন ভবত্যধিবাসিতঃ।
অভুক্তেষু নিরাকাঙ্ক্ষী তাদৃশো ভবদুর্লভঃ॥ ৪ ॥

তাঁহারই জ্ঞান ও যোগাভ্যাসের ফল লাভ হইয়াছে। যোগাভ্যাস অর্থাৎ ক্রিয়াযোগ দ্বারা চিত্ত স্থির এবং জ্ঞানযোগ দ্বারা ব্রহ্ম স্বরূপোপলব্ধি হইলে ভোগ লালসা তৃপ্ত হয়, বিনা উপভোগেও উপভুক্তবৎ চিত্ত শান্ত হয়, ইন্দ্রিয়সমূহও বিষয় ভোগবিরতি হেতু নির্ম্মল হয়, এবং আত্মানুভব হেতু আপনাকে এক শশ্বৎ জ্ঞানে পরমানন্দ লাভ হয়। এইসকল না হইলে যোগাভ্যাস এবং জ্ঞান বৃথা। ১। ইহ জগতে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কদাচই খিন্ন হন না; যে হেতু তিনি জানেন যে তিনিই একাকী সমগ্র বিশ্ব সম্পূর্ণ রূপে ব্যাপিয়া আছেন। ২। সল্লকী পল্লব ভক্ষণে আনন্দিত করী-শাবকের পক্ষে নিম্ব যেমন প্রীতিকর হয় না, আত্মানন্দে আনন্দিত ব্যক্তির পক্ষে বিষয় ভোগও তদ্রূপ অপ্রীতিকর। ৩। যিনি উপভুক্ত বিষয়ে অনাসক্ত এবং অনুপভুক্ত বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা শূন্য, তাদৃশ ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। ৪। ইহ জগতে ভোগ ও মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিই দেখা যায়, অর্থাৎ অধিকাংশ লোকই ভোগ বাসনা রত, এবং মোক্ষাভিলাষী

বুভুক্ষুরিহ সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃশ্যতে।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী বিরলো হি মহাশয়ঃ ॥ ৫ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু জীবিতে মরণে তথা।
কস্যাপ্যুদারচিত্তস্য হেয়োপাদেয়তা ন হি ॥ ৬ ॥
বাঞ্ছা ন বিশ্ববিলয়ে ন দ্বেষস্তস্য চ স্থিতৌ।
যথা জীবিকয়া তস্মাদ্ধন্য আস্তে যথাসুখম্ ॥ ৭ ॥
কৃতার্থোঽনেন জ্ঞানেন ত্বেবং গলিতধীঃ কৃতী।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নাস্তে যথাসুখম্ ॥ ৮ ॥

যদিও অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক, তত্রাচ বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যিনি ভোগ বা মোক্ষ কিছুই কামনা করেন না, যাঁহার বাসনা নিবৃত্ত হইয়াছে এরূপ মহানুভব নিতান্ত বিরল। ৫। এরূপ উদার চিত্ত লোকের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এবং জীবন ও মৃত্যু সকলই সমান। কিছুতেই প্রীতি বা বিরতি নাই। তাঁহারা ধর্ম্মার্থাদির মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পান না। ৬। বিশ্বের প্রলয়াকাঙ্ক্ষা করেন না, স্থিতিতেও দ্বেষ নাই; যাহা কিছু জীবন ধারণোপায় থাকে, তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করত যথা সুখে অবস্থান করেন, সুতরাং তিনিই ধন্য। ৭। উক্ত জ্ঞান লাভে কৃতার্থ ব্যক্তি বিগলিত বুদ্ধি এবং কৃতী, অর্থাৎ তিনি যদিও দর্শন শ্রবণ স্পর্শ ঘ্রাণাস্বাদনাদি ইন্দ্রিয় কার্য্যসমূহ করেন, কিন্তু মনে উক্ত ইন্দ্রিয় জনিত সুখানুভব না করত যথা সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন। ৮। তাঁহার শূন্য

শূন্যা দৃষ্টির্বৃথা চেষ্টা বিকলানীন্দ্রিয়াণি চ।
ন স্পৃহা ন বিরক্তির্ব্বা ক্ষীণসংসারসাগরে ॥ ৯ ॥
ন জাগর্ত্তি ন নিদ্রাতি নোন্মীলতি ন মীলতি।
অহো পরদশা কাপি বর্ত্ততে মুক্তচেতসঃ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বত্র দৃশ্যতে স্বস্থঃ সর্ব্বত্র বিমলাশয়ঃ।
সর্ব্বত্র বাসনামুক্তো মুক্তঃ সর্ব্বত্র রাজতে ॥ ১১ ॥
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গৃহ্ণন্ বদন্ ব্রজন্।
ঈহিতানীহিতৈর্মুক্তো মুক্ত এব মহাশয়ঃ ॥ ১২ ॥
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি।
ন দদাতি ন গৃহ্ণাতি মুক্তঃ সর্ব্বত্র নীরসঃ ॥ ১৩ ॥

দৃষ্টি; সে দৃষ্টির অর্থ নাই, ইন্দ্রিয়সমূহ বিফল, ক্ষণভঙ্গুর সংসারে কিছুতেই প্রীতি বা বিরক্তি নাই। ৯। মুক্ত চিত্ত জনের অবস্থা কি চমৎকার! তিনি জাগ্রতও নহেন, নিদ্রিতও নহেন, এবং উন্মেষ ও নিমেষশূন্য। তিনি নিদ্রিতের ন্যায় নিমীলিত নেত্র ও ইন্দ্রিয়কার্য্যরহিত নহেন, অথচ জাগ্রতবৎ চেষ্টা, চিন্তা ও ইন্দ্রিয়োপভোগাদি রহিত। ১০। মুক্ত ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই সুখী রূপে দৃষ্ট, সকলবিষয়ে বিশুদ্ধাশয় এবং আকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া বিরাজিত। ১১। যে মহাশয় ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই তিনি দর্শন, শ্রবণাদি সমস্ত কার্য্য করিয়াও তাহাতে নির্লিপ্ত এবং অনাসক্ত। ১২। মুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র নিরস অর্থাৎ তিনি নিন্দাও করেন না, স্তবও করেন না, আনন্দিতও হন না, কুপিতও

সানুরাগাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং বা সমুপস্থিতম্।
অবিহ্বলমনাঃ স্বস্থো মুক্ত এব মহাশয়ঃ ॥ ১৪ ॥
সুখে দুঃখে নরে নার্য্যাং সম্পৎসু চ বিপৎসু চ।
বিশেষো নৈব ধীরস্য সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ ॥ ১৫ ॥
ন হিংসা নৈব কারুণ্যং নৌদ্ধত্যং ন চ দীনতা।
নাশ্চর্য্যং নৈব চ ক্ষোভঃ ক্ষীণসংসরণেনরে ॥ ১৬ ॥
ন মুক্তো বিষয়দ্বেষ্টা ন বা বিষয়লোলুপঃ।
অসংসক্তমনা নিত্যং প্রাপ্তাপ্রাপ্তমুপাশ্নুতে ॥ ১৭ ॥
সমাধানাসমাধানহিতাহিতবিকল্পনাঃ।
শূন্যচিত্তো ন জানাতি কৈবল্যমিবসংস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

হন না, দানও করেন না গ্রহণও করেন না। ১৩। সেই মহাশয়ের চিত্ত কিছুতেই বিহ্বল হয় না, অনুরাগিনী পত্নী বা সমুপস্থিত মৃত্যু উভয়েই সমান ভাব এবং সুস্থ; তিনিই মুক্ত। ১৪। সর্ব্বত্র সমদর্শী ধীর ব্যক্তির নিকট সুখ ও দুঃখে, নর এবং নারীতে, সম্পদ এবং বিপদে, কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। ১৫। তাঁহার বৃত্তিসমূহ নিরস্ত হওয়ায়, হিংসা, দয়া, ঔদ্ধত্য, দৈন্য, আশ্চর্য্যতা, বা ক্ষোভ কিছুই নাই। ১৬। মুক্ত ব্যক্তি বিষয় বিদ্বেষী বা বিষয় লোলুপ নহেন, তিনি প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত বিষয় অনাশক্ত ভাবে উপভোগ করেন। ১৭। কৈবল্য মাত্রে সংস্থিত শূন্য চিত্ত ব্যক্তি কার্য্যের সমাপ্তি বা অসমাপ্তি এবং হিতাহিত কিছুই অবগত নহেন। ১৮। এ সংসার অকিঞ্চিৎকর নিশ্চয়-

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
অন্তর্গলিতসর্ব্বাশঃ কুর্ব্বন্নপি করোতি ন ॥ ১৯ ॥
মনঃপ্রকাশসংমোহ স্বপ্নজাড্যবিবর্জ্জিতঃ।
দশাং কামপি সংপ্রাপ্তো ভবেদ্গলিতমানসঃ ॥ ২০ ॥
ইতি তত্ত্বজ্ঞস্বরূপবিংশতিকং সপ্তদশপ্রকরণম্।

অষ্টাদশপ্রকরণম্।

শান্তিশতকং।

যস্য বোধোদয়ে তাবৎ স্বপ্নবদ্ভবতি ভ্রমঃ।
তস্মৈ সুখৈকরূপায় নমঃ শান্তায় তেজসে ॥ ১ ॥
অর্জ্জয়িত্বাখিলানর্থান্ ভোগানাপ্নোতি পুষ্কলান্।
ন হি সর্ব্বপরিত্যাগমন্তরেণ সুখী ভবেৎ ॥ ২ ॥

কারী, অহঙ্কার ও মমতা শূন্য, এবং অন্তঃকরণ হইতে সকল প্রকার আশা বিবর্জ্জিত ব্যক্তি কার্য্য করিয়াও করেন না। ১৯। তিনি মোহ, বিকাশ, স্বপ্ন ও জড়তা শূন্য অন্তঃকরণ এবং গলিত মানস হইয়া অপূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২০।

যে পরমাত্মার জ্ঞান উদয় হইলে সমস্ত জগৎ স্বপ্নবৎ ভ্রম মাত্র প্রতীত হয়, সেই সুখ স্বরূপ, শান্ত, ও তেজোময় পরমাত্মাকে নমস্কার। ১। জীব বিপুল অর্থোপার্জ্জন করত বহুবিধ ভোগই করিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্ব পরিত্যাগ

কর্ত্তব্যদুঃখমার্ত্তণ্ডজ্বালাদগ্ধান্তরাত্মনঃ।
কুতঃ প্রশমপীযূষধারাসারমৃতে সুখম্॥ ৩॥
ভবোঽয়ং ভাবনামাত্রো ন কিঞ্চিৎ পরমার্থতঃ।
নাস্ত্যভাবঃ স্বভাবানাং ভাবাভাববিভাবিনাম্॥ ৪॥
ন দূরং ন চ সংকোচাল্লব্ধমেবাত্মনঃ পদম্।
নির্ব্বিকল্পং নিরায়াসং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্॥ ৫॥
ব্যামোহমাত্রবিরতৌ স্বরূপাদানমাত্রতঃ।
বীতশোকাবিরাজন্তে নিরাবরণদৃষ্টয়ঃ॥ ৬॥

ভিন্ন সুখী হইতে পারে না। ২। সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্মই দুঃখ, উহাই সংসার বন্ধন, মুক্তের কর্ত্তব্য কিছুই নাই, অকর্ত্তব্য ও নাই। ঐ দুঃখ রূপ প্রখর সূর্য্য কিরণে দগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি শান্তি রূপ অমৃত ধারা ব্যতিরেকে কি রূপে সুখী হইতে পারে? ৩। এই সংসার প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নহে, কেবল কল্পনা মাত্র। স্বভাবের অভাব কখনও হয় না; এই বিশ্ব সংসারের অস্তিত্ব বা অভাব কেবল চিন্তাশীল জীবের কল্পনা মাত্রে অবস্থিত; বস্তুতঃ এক আত্মাই নিত্য; জগৎ প্রপঞ্চ মায়া মাত্র। ৪। বিকল্প শূন্য, অনায়াস লভ্য, নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন ব্রহ্মপদ দূরও নহে এবং সান্নিধ্য হেতু লব্ধ প্রায়ও নহে। ৫। মোহমাত্র নিবৃত্ত হইয়া আত্ম স্বরূপোপলব্ধি হইবা মাত্র দৃষ্টি আবরণ শূন্য হওয়ায় জীব বিগতক্লেশ হইয়া বিরাজ করিয়া থাকে। যত দিন মোহজালে দৃষ্টি আচ্ছাদিত থাকে, ততদিন আত্মজ্ঞান

সমস্তং কল্পনামাত্রমাত্মা মুক্তঃ সনাতনঃ।
ইতি বিজ্ঞায় ধীরো হি কিমভ্যস্যতি বালবৎ ॥ ৭ ॥
আত্মা ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য ভাবাভাবৌ চ কল্পিতৌ।
নিষ্কামঃকিংবিজানাতিকিংব্রূতেচকরোতিকিম্ ॥ ৮ ॥
অয়ং সোঽহময়ং নাহম্ ইতি ক্ষীণা বিকল্পনাঃ।
সর্ব্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য তূষ্ণীং ভূতস্যযোগিনঃ ॥ ৯ ॥
ন বিক্ষেপো ন চৈকাগ্র্যং নাতিবোধো ন মূঢ়তা।
ন সুখং ন চ বা দুঃখমুপশান্তস্য যোগিনঃ ॥ ১০ ॥

হয় না। অগ্রে মোহপাশ ছেদন আবশ্যক। ৬। আত্মা মুক্ত ও নিত্য, পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই কল্পনা মাত্র। ধীর অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ইহা জানিয়াও বালকের ন্যায় অপর কোন্ বিদ্যা অভ্যাস করিবেন? যোগানুষ্ঠানকারীর চিত্ত স্থির হইলে সমস্ত জ্ঞান স্বতঃ বিকাশিত হয়, কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞান হইলে সমস্ত বৈষয়িক জ্ঞানই অনিত্য বলিয়া প্রতীত হওয়ায় আর কোনও জ্ঞানেরই আবশ্যক হয় না। ৭। আত্মাই ব্রহ্ম এবং পরিদৃশ্যমান ভাব ও অভাবসমূহ সমস্তই কল্পনা মাত্র। নিষ্কাম ব্যক্তি ইহা নিশ্চয় করিয়া আর জানিবেনই বা কি, বলিবেনই বা কি, এবং করিবেনই বা কি? ৮। সমস্তই আত্মা মাত্র নিশ্চয় করত তূষ্ণী অবলম্বনকারী যোগী ব্যক্তির, 'এই আমি এবং উহা আমি নহি' এই রূপ ভ্রান্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। ৯। এই রূপ শান্ত যোগীর চিত্ত-বিক্ষেপ বা চিত্তের একাগ্রতা নাই, বুদ্ধির প্রাখর্য্য বা হীনতা

স্বারাজ্যে ভৈক্ষ্যবৃত্তৌ চ লাভালাভে জনে বনে।
নির্ব্বিকল্পস্বভাবস্য ন বিশেষোঽস্তি যোগিনঃ॥ ১১॥
ক্ব ধর্ম্মঃ ক্ব চ বা কামঃ ক্ব চার্থঃ ক্ব বিবেকিতা।
ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১২॥
কৃত্যং কিমপি নৈবাস্তি ন কাপি হৃদি রঞ্জনা।
যথাজীবনমেবেহ জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৩॥

নাই, এবং সুখ বা দুঃখ কিছুই নাই। যোগানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিরই একাগ্রতা সাধনের চেষ্টা আবশ্যক, আত্মজ্ঞান যুক্তের আবার একাগ্রতা কি? ১০। নির্ব্বিকল্প স্বভাব যোগীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে ও ভিক্ষা বৃত্তিতে, লাভে ও অলাভে, জনপদে ও বিজনে, কোন ইতর বিশেষ নাই। ১১। 'ইহা করিয়াছি ইহা করি নাই' ইত্যাদি দ্বন্দ্ব ভাব বিরহিত যোগীর ধর্ম্মই বা কোথা? কামনাই বা কিসের? অর্থই বা কি নিমিত্ত এবং বিবেকিতাই বা কি? ১২। জীবন্মুক্ত যোগীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা অভিলাষাদি থাকে না; তিনি কোনও রূপে জীবন নির্ব্বাহ করেন মাত্র। ঐ জীবন নির্ব্বাহে প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বে যেসমস্ত কর্ম্ম সঞ্চয় ছিল তাহা ভোগ করিতেই হইবে সুতরাং তজ্জন্য জন্মান্তর পরিগ্রহ না করিয়া ইহ জন্মেই সেইসমস্ত ভোগ করেন, এবং বাসনাদি বিরহিত হইয়া পুনরায় কর্ম্ম সঞ্চয় বিরত হন। ১৩। যে মহানুভব কল্পনা মাত্র অতিক্রম করত বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট মোহই কোথা? এই বিশ্বই বা কোথা? ধ্যানই কোথা আর মুক্তিই বা কোথা? অর্থাৎ

ক্ক মোহঃ ক্ব চ বা বিশ্বং ক্ব চ ধ্যানং ক্ব মুক্ততা।
সর্ব্বসংকল্পসীমায়াং বিশ্রান্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥
যেন বিশ্বমিদং দৃষ্টং স নাস্তীতি করোতু বৈ।
নির্ব্বাসনঃ কিং কুরুতে পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ১৫ ॥
যেন দৃষ্টং পরং ব্রহ্ম সোঽহং ব্রহ্মেতি চিন্তয়েৎ।
কিংচিন্তয়তিনিশ্চিন্তোদ্বিতীয়ংযোনপশ্যতি ॥ ১৬ ॥

মোক্ষাভিলাষীর পক্ষে বহিরঙ্গ এবং ধ্যানাদি অন্তরঙ্গ সাধনের প্রয়োজন, কেন না তাঁহারা মোহপাশ ছেদনাকাঙ্ক্ষী. কিন্তু জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জগৎ প্রপঞ্চের অসারতা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তিনি বদ্ধ নহেন, সুতরাং তাঁহার মুক্তিও নাই। ১৪। সমাধির অনুষ্ঠানকারী সাধকের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞ নির্ব্বিকল্প যোগীর প্রভেদ দেখাইতেছেন:—যিনি বিশ্ব দেখিয়াছেন এরূপ যোগানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি, বিশ্ব নাই এই রূপ কল্পনা মাত্র করুন, কিন্তু যিনি বাসনা শূন্য হইয়াছেন তিনি বিশ্ব দেখিয়াও দেখিতেছেন না সুতরাং তিনি আর কি করিবেন? তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শূন্য। ১৫। যিনি পরব্রহ্ম দেখিয়াছেন তিনিই অহংব্রহ্ম চিন্তা করুন, অর্থাৎ যাঁহার ব্রহ্ম ও অহং ভেদজ্ঞান আছে তিনি অভেদ জ্ঞান সাধন করুন; কিন্তু যিনি অদ্বৈত দর্শী ও নির্ব্বিকল্প, তিনি আবার কিসের চিন্তা অথবা কল্পনা করিবেন? সাধকের কল্পনার প্রয়োজন, সিদ্ধের নহে। ১৬। যাঁহার চিত্ত বিক্ষেপ অনুভব হইয়াছে, তিনিই নিরোধের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যে উদার ব্যক্তি চিত্ত বিক্ষেপ শূন্য,

দৃষ্টো যেনাত্মবিক্ষেপো নিরোধং কুরুতে ত্বসৌ।
উদারস্তুনবিক্ষিপ্তঃসাধ্যাভাবাৎকরোতিকিম্ ॥ ১৭ ॥
ধীরো লোকবিপর্য্যস্তো বর্ত্তমানোঽপি লোকবৎ।
ন সমাধিং ন বিক্ষেপং ন লেপং স্বস্য পশ্যতি ॥ ১৮॥
ভাবাভাববিহীনো যস্তৃপ্তো নির্ব্বাসনো বুধঃ।
নৈব কিঞ্চিৎ কৃতংতেনলোকদৃষ্ট্যাপিকুর্ব্বতা ॥ ১৯॥

তিনি আবার কিসের সাধনা করিবেন? সামান্য লোকেও চিত্তের বিক্ষেপ অনুভব করে না; সাধক নিরোধের চেষ্টা করেন বলিয়া বিক্ষেপ বুঝিতে পারেন। সিদ্ধ ব্যক্তি বিক্ষেপ শূন্য, সুতরাং তাঁহার সাধনা নিষ্প্রয়োজন। ১৭। যিনি ধীর এবং সংসার বিরাগী, তিনি সংসারে সাংসারিকের ন্যায় বিদ্যমান থাকিয়াও আত্মার সমাধি, বিক্ষেপ অথবা আসক্তি প্রভৃতি কিছুই দেখেন না। ১৮। বাসনা ও বিকল্প শূন্য. তৃপ্ত ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে লোকে কার্য্য করিতে দেখিলেও বস্তুতঃ তিনি কিছুই করেন না। তিনি মনে মনে বিষয় ও ক্রিয়াদি অলীক ও স্বপ্নবৎ দেখিতেছেন, সুতরাং তিনি কিছু করিলেও ভ্রান্ত না হন। ১৯। ঐরূপ ধীর ব্যক্তির প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুতেই বৃথা আগ্রহ নাই, তিনি উপস্থিত মত কার্য্য করিয়াই নিশ্চিন্ত হন। কার্য্যের চেষ্টাও নাই, এবং কর্ম্মশূন্য হইয়া নিশ্চিন্ত হইবারও অভিলাষ নাই। যে কার্য্য উপস্থিত হয় তাহা সম্পাদন করেন, অথচ তাহাতে আগ্রহ বা বিরক্তি প্রদর্শন করেন

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা নৈব ধীরস্য দুর্গ্রহঃ।
যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তৎ কৃত্বা তিষ্ঠতঃ সুখম্ ॥ ২০॥
নির্ব্বাসনো নিরালম্বঃ স্বচ্ছন্দো মুক্তবন্ধনঃ।
ক্ষিপ্তঃ সংস্কারবাতেন চেষ্টতে শুষ্কপর্ণবৎ ॥ ২১ ॥
অসংসারস্য তু কাপি ন হর্ষো ন বিষাদিতা।
সুশীতলমনা নিত্যং বিদেহ ইব রাজতে ॥ ২২ ॥
কুত্রাপি ন জিহাসাস্তি নাশো বাপি ন কুত্রচিৎ।
আত্মারামস্য ধীরস্য শীতলাচ্ছতরাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥
প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তস্য কুর্ব্বতোঽস্য যদৃচ্ছয়া।
প্রাকৃতস্যেব ধারস্য ন মানো নাবমানিতা ॥ ২৪ ॥

না। ২০। তবে উক্ত বাসনা ও অবলম্বন রহিত স্বচ্ছন্দ এবং বন্ধ মুক্ত ব্যক্তির কার্য্য করিবার হেতু সংস্কার মাত্র। যেমন বৃক্ষের শুষ্ক পত্র বায়ু কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ চালিত হয় মাত্র, পত্রের নিজ কার্য্য কিছুই নাই; তদ্রূপ তিনিও কার্য্য শূন্য হইয়াও সংস্কার বশতঃ সংসার স্রোতে চালিত হইয়া ভোজন পানাদি করিয়া থাকেন। ২১। যিনি সাংসারিক নহেন তাঁহার কোনও বিষয়ে হর্ষবিষাদ নাই, সুতরাং তিনি স্থির চিত্তে, দেহ শূন্যের ন্যায় অবস্থিত। ২২। স্থির ও শান্ত চিত্ত এবং আত্মানন্দ উপভোগকারী ব্যক্তির কোনও বিষয় ত্যাগের ও ইচ্ছা নাই এবং বিনাশ ও নাই। ২৩। স্বভাবতঃ শূন্য চিত্ত, এবং যদৃচ্ছাচারী, সরল, ধীর ব্যক্তির মানাপমানও নাই। ২৪। বিশুদ্ধ নিঃসঙ্গ আত্মা কিছুই

কৃতং দেহেন কর্ম্মেদং ন ময়া শুদ্ধচারিণা।
ইতি চিন্তানুরোধী যঃ কুর্ব্বন্নপি করোতি ন ॥ ২৫ ॥
অতদ্বাদীব কুরুতে ন ভবেদপি বালিশঃ।
জীবন্মুক্তঃ সুখী শ্রীমান্ সংসরন্নপি শোভতে ॥ ২৬ ॥
নানাবিচারসুশ্রান্তো ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
ন কল্পতে ন জানাতি ন শৃণোতি ন পশ্যতি ॥ ২৭॥
অসমাধেরবিক্ষেপান্ন মুমুক্ষুর্ন চেতরঃ।
নিশ্চিত্য কল্পিতং পশ্যন্ ব্রহ্মৈবাস্তে মহাশয়ঃ ॥ ২৮॥

করেন না, এই মায়াময় দেহই কর্ম্মকারী; যাঁহার এই রূপ ধারণা আছে তিনি কিছু করিয়াও করেন না। তিনি আত্ম-জ্ঞানী ও চিন্মাত্রে অবস্থিত। কর্ম্মফল তাঁহাকে আশ্রয় করে না। ২৫। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সুখী, শ্রীমান্; কোনও বিষয়ে কিছু বলেন না, অথচ কার্য্য করেন; বালকের ন্যায় স্বচ্ছন্দ চারী, অথচ জ্ঞান পুর্ণ; সংসারী হইয়াও শোভা সম্পন্ন। ২৬। বিতর্ক বিচারাদির পর সমাধি যোগে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি, বিরাম লাভ করত কিছুই কল্পনা করেন না, জানেন না, শুনেন না এবং দেখেন না। ২৭। সমাধি ও বিক্ষেপ বিহীন ব্যক্তি মোক্ষাভিলাষীও নহেন, এবং মোক্ষের অনভিলাষীও নহেন। তিনি এই মায়াময় বিশ্বকে প্রকৃত প্রস্তাবে দর্শন করত কল্পনা মাত্র নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মবৎ অবস্থান করেন। এই শ্লোক দ্বয় এবং অপরাপর অনেক স্থল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে

যস্যান্তঃ স্যাদহঙ্কারো ন করোতি করোতি সঃ।
নিরহঙ্কারধীরেণ ন কিঞ্চিদকৃতং কৃতম্॥ ২৯॥
নোদ্বিগ্নং ন চ সন্তুষ্টমকর্ত্তৃ স্পন্দবর্জ্জিতম্।
নিরাশং গতসন্দেহং চিত্তং মুক্তস্য রাজতে॥ ৩০॥
নির্ধ্যাতুং চেষ্টিতুং বাপি যচ্চিত্তং ন প্রবর্ত্ততে।
নির্নিমিত্তমিদং কিন্তু নির্ধ্যায়তি বিচেষ্টতে॥ ৩১॥
তত্ত্বং পদার্থমাকর্ণ্য মন্দঃ প্রাপ্নোতি মূঢ়তাম্।
অথবা যাতি সঙ্কোচসংমূঢ়ঃ কোঽপি মূঢ়বৎ॥ ৩২॥

স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে কেবল মনে ২ কল্পনাই সিদ্ধি নহে, জ্ঞানযোগে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হইবে যে এই সংসার মায়া মাত্র। ২৮। যাঁহার অন্তঃকরণে অহঙ্কার অর্থাৎ আত্মাভিমান থাকে, তিনি কোনও কার্য্য না করিয়াও করেন; কিন্তু অহঙ্কার বর্জ্জিত ব্যক্তি কার্য্য করিয়াও কিছুই করেন না। অহঙ্কারই কর্ম্মফলজনক। ২৯। মুক্ত ব্যক্তি উদ্বেগ, আনন্দ, কর্ত্তৃত্বাভিমান, স্পন্দ, আশা ও সন্দেহ বিহীন চিত্তে বিরাজমান। ৩০। ধ্যান বা চেষ্টা করিতে চিত্ত প্রবৃত্ত হয় না অথচ অনাসক্ত চিত্তে ধ্যান বা চেষ্টা করিয়া থাকেন। ৩১। তুমিই সেই ব্রহ্ম ইহাই নিগূঢ়তত্ত্ব; তৎ-সেই, ত্বং-তুমি ইহা হইতেই তত্ত্ব শব্দ। এই নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অধম ব্যক্তিরা স্তম্ভিত হয়; 'আমি ব্রহ্ম', জ্ঞানীর যাহা সার জ্ঞান তাহা শুনিলে অজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই সঙ্কুচিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হয়। ৩২। মূঢ়েরাই একাগ্রতা বা

একাগ্রতা নিরোধো বা মূঢ়ৈরভ্যস্যতে ভৃশম্।
ধীরাঃ কৃত্যং ন পশ্যন্তি স্বপ্নবৎ স্বপদে স্থিতাঃ ॥ ৩৩॥
অপ্রযত্নাৎ প্রযত্নাদ্বা মূঢ়ো নাপ্নোতি নির্বৃতিম্।
তত্ত্বনিশ্চয়মাত্রেণ প্রাজ্ঞো ভবতি নির্বৃতঃ ॥ ৩৪ ॥
শুদ্ধং বুদ্ধং প্রিয়ং পূর্ণং নিষ্প্রপঞ্চং নিরাময়ম্।
আত্মানং তং ন জানন্তি তত্রাভ্যাসপরাজড়াঃ ॥ ৩৫ ॥
নাপ্নোতি কর্ম্মণা মোক্ষং বিমূঢ়োঽভ্যাসরূপিণা।
ধন্যো বিজ্ঞানমাত্রেণ মুক্তস্তিষ্ঠত্যবিক্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

নিরোধ অত্যন্ত অভ্যাস করে, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মপদে অবস্থিত, সুতরাং বিশ্বকে স্বপ্নবৎ দেখায় নিজ কর্ত্তব্য কিছুই দেখেন না। ৩৩। মূঢ় ব্যক্তিরা যত্ন করিয়া অথবা যত্ন ত্যাগ করিয়া কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়াই শান্তি লাভ করেন। জ্ঞানোদয় না হইলে কর্ম্মাচরণ বা কর্ম্মত্যাগ উভয়ই সমান, কিছুতেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, কার্য্যের অনুষ্ঠানেও চেষ্টা, অননুষ্ঠানেও ত্যাগেচ্ছা রূপ চেষ্টা; যদিও ঐ ত্যাগেচ্ছা বিরাম লাভ জন্য, কিন্তু জ্ঞান ব্যতিরেকে ঐ বিরাম স্বতঃ উপলব্ধ হয় না। ৩৪। জড় ব্যক্তিরা অভ্যাস পরায়ণ হইয়া, অর্থাৎ কুটস্থে চিত্ত সমর্পন পূর্ব্বক স্থৈর্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াও সেই বিশুদ্ধ, চৈতন্য স্বরূপ, প্রিয়, পূর্ণ, মায়াতীত, ও নির্ম্মল আত্মাকে জানিতে পারে না। ৩৫। বিমূঢ় ব্যক্তি অভ্যাস রূপ কর্ম্ম করায় মোক্ষ

মূঢ়ো নাপ্নোতি তদ্ব্রহ্ম যতো ভবিতুমিচ্ছতি।
অনিচ্ছন্নপি ধীরোঽপি পরব্রহ্মস্বরূপভাক্ ॥ ৩৭ ॥
নিরাধারাগ্রহব্যগ্রা মূঢ়াঃ সংসারপোষকাঃ।
এতস্যানর্থমূলস্য মূলচ্ছেদঃ কৃতো বুধৈঃ ॥ ৩৮ ॥
ন শান্তিং লভতে মূঢ়ো যতঃ শমিতুমিচ্ছতি।
ধীরস্তত্ত্বং বিনিশ্চিত্য সর্ব্বদা শান্তমানসঃ ॥ ৩৯ ॥
কাত্মনো দর্শনং তস্য যদ্দৃষ্টমবলম্বতে।
ধীরাস্তং তং ন পশ্যন্তি পশ্যন্ত্যাত্মানমব্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

লাভে অসমর্থ; কারণ ঐ অভ্যাসেই যত্ন আছে;—"তত্র-স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।" যত্ন থাকিলেই মুক্তি হইল না, বদ্ধেরই যত্নাদি সম্ভম, মুক্তের নহে। মুক্ত ব্যক্তি জ্ঞান মাত্রেই ক্রিয়া শূন্য হইয়া অবস্থান করেন।৩৬। মূঢ় ব্যক্তিরা ব্রহ্ম পদে অবস্থান করিবার ইচ্ছা করে বলিয়াই তৎপদে কদাচ অবস্থিত হইতে পারে না; অথচ ধীর ব্যক্তি ইচ্ছা বিহীন হইয়াও পরব্রহ্ম স্বরূপ। ফলতঃ ঐ অনিচ্ছাই মুক্তি। সংসারের সকল কার্য্যের ন্যায় ব্রহ্ম পদ লাভেও ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বর্জ্জিত ব্যক্তি ব্রহ্ম পদে অবস্থিত মুক্ত।৩৭। উদ্দেশ্য শূন্য আগ্রহে ব্যস্ত মূঢ় ব্যক্তিগণ সংসারেরই পোষক; জ্ঞানীগণ এই অনর্থের মূলচ্ছেদ করিয়া থাকেন।৩৮। মূঢ় ব্যক্তি শান্তি লাভের ইচ্ছা করেন বলিয়াই তাহা লাভে অসমর্থ; আর ধীর ব্যক্তি তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়াই শান্ত।৩৯। যে ব্যক্তি দৃষ্ট বস্তু অবল-

ক্ব নিরোধো বিমূঢ়স্য যো নির্ব্বন্ধং করোতি বৈ।
স্বারামস্যৈব ধীরস্য সর্ব্বদা সাবকৃত্রিমঃ ॥ ৪১ ॥
ভাবস্য ভাবকঃ কশ্চিৎ কিঞ্চিদ্ভাবকোঽপরঃ।
উভয়াভাবকঃ কশ্চিদেবমেব নিরাকুলঃ ॥ ৪২ ॥
শুদ্ধমদ্বয়মাত্মানং ভাবয়ন্তি কুবুদ্ধয়ঃ।
নতু জানন্তি সংমোহাৎ যাবজ্জীবমনির্বৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বনকারী তাঁহার আত্ম দর্শন কি রূপে সম্ভব? আত্ম জ্ঞান হইলে বাহ্য পদার্থের জ্ঞান থাকা অসম্ভব। ধীর ব্যক্তি আত্মাকেই অদ্বিতীয় জানায় বাহ্য পদার্থ দেখেনই না। ৪০। যে মূঢ় নির্ব্বন্ধ করে তাহার নিরোধ কি রূপে হইবে? ফলাশা বিরহিত কর্ম্ম না করিলেই তৎফলভোগ হইবে। আত্মানন্দ উপভোগকারী ধীরের নিরোধই অকৃত্রিম। ৪১। সংসার কিছুই নহে, জগৎ প্রপঞ্চ অনিত্য এবং মায়াময়, এরূপ চিন্তাও থাকে না। সংসারের অস্তিত্ব অথবা নাস্তিত্ব যাহাতেই চিত্ত নিবিষ্ট থাকুক না কেন উভয়ই সমান। যিনি কোনও প্রকারেরই চিন্তা করেন না, সর্ব্বত্রই বিরক্ত চিত্ত, তিনিই শান্ত। ৪২। মন্দধী ব্যক্তিগণই আপনাকে শুদ্ধ ও অদ্বিতীয় স্বরূপ ভাবনা করে মাত্র; কিন্তু মোহবশে স্বরূপ অবগত হইতে না পারায় যাবজ্জীবন শান্তি লাভে অসমর্থ হয়। এস্থলেও দ্বৈত বা অদ্বৈত উভয় জ্ঞানই সোপাধিক হেতু অকিঞ্চিৎকর। ৪৩। মোক্ষাভিলাষীর চিত্ত অবলম্বন বিহীন নহে, কারণ মোক্ষ রূপ অভিলাষ্য রহিয়াছে. কিন্তু মুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি সর্ব্বদাই বাসনা

মুমুক্ষোর্বুদ্ধিরালম্বমন্তরেণ ন বিদ্যতে।
নিরালম্বৈব নিষ্কামা বুদ্ধির্মুক্তস্য সর্ব্বদা ॥ ৪৪ ॥
বিষদ্বীপিনো বীক্ষ্য চকিতাঃ শরণার্থিনঃ।
বিশন্তি ঝটিতি ক্রোড়ং নিরোধৈকাগ্র্যসিদ্ধয়ে ॥ ৪৫॥
নির্ব্বাসনং হরিং দৃষ্ট্বা তূষ্ণীং বিষয়দন্তিনঃ।
পলায়ন্তে ন শক্তাস্তে সেবন্তে কৃতচাটবঃ ॥ ৪৬ ॥
ন মুক্তিকারিকাং ধত্তে নিঃশঙ্কো মুক্তমানসঃ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নাস্তে যথাসুখম্ ॥ ৪৭ ॥
যস্তু শ্রবণমাত্রেণ শুদ্ধবুদ্ধির্নিরাকুলঃ।
নৈবাচারমনাচারমৌদাস্যং বা প্রপশ্যতি ॥ ৪৮ ॥

ও অবলম্বন শূন্য। ৪৪। বিষয়রূপ ব্যাঘ্র সন্দর্শনে ভীত ব্যক্তিগণ শরণার্থী হইয়া নিরোধ ও একাগ্রতাসিদ্ধির নিমিত্ত অবিলম্বে শান্তিরূপ গিরি ক্রোড়ে প্রবেশ করেন। ৪৫। বিষয়-বারণ, নির্ব্বাসনারূপ সিংহ অবলোকন করত তূষ্ণী অবলম্বন করত পলায়ণই করে ; অথবা অশক্ত হইয়া তোষামোদ সহকারে সেবা করে। ৪৬। মুক্তচিত্ত নিঃশঙ্ক ব্যক্তি, যাঁহারা ব্যাধি প্রভৃতি চিত্ত বিক্ষেপক অন্তরায় হইতে ভীত নহেন, তাঁহারা মুক্তি সাধক অষ্টাঙ্গ সাধনাদির অনুষ্ঠান করেন না। এবং দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ। হার করিয়াও যথা সুখে অবস্থান করেন। ৪৭। যিনি তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াই বিশুদ্ধ চিত্ত ও নিরাকুল হন, তিনি আচার, অনাচার অথবা ঔদাস্য কিছুই করেন না। ৪৮।

যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তদা তৎ কুরুতে ঋজুঃ।
শুভংবাপ্যশুভংবাপিতস্য চেষ্টা হি বালবৎ ॥ ৪৯॥
স্বাতন্ত্র্যাৎ সুখমাপ্নোতি স্বাতন্ত্র্যাল্লভতে পরম্।
স্বাতন্ত্র্যান্নির্বৃতিংগচ্ছেৎস্বাতন্ত্র্যাৎপরমংপদম্ ॥ ৫০॥
অকর্ত্তৃত্বমভোক্তৃত্বং স্বাত্মনো মন্যতে যদা।
তদা ক্ষীণা ভবন্ত্যেব সমস্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ ॥ ৫১ ॥
উচ্ছৃঙ্খলাপ্যকৃতিকা স্থিতির্ধীরস্য রাজতে।
ন তু সস্পৃহচিত্তস্য শান্তির্মূঢ়স্য কৃত্রিমা ॥ ৫২ ॥

শুভ বা অশুভ যে কার্য্য যখন উপস্থিত হয়, সরল ভাবে তখনই বালকের ন্যায় তাহা সম্পাদন করেন। ৪৯। স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ সর্ব্বত্র অনাসক্ত ভাবে আত্মা মাত্রে অবস্থিতিতেই সুখ, শ্রেষ্ঠত্ব, শান্তিলাভ ও পরম পদে অবস্থান হয়। ৫০। যখন আত্মার অকর্ত্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ব অনুভব হয়, তখন সমস্ত চিত্ত বৃত্তিই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৫১। স্থিতপ্রজ্ঞ ধীর ব্যক্তির অকৃত্রিম শান্তি উচ্ছৃঙ্খল রূপে অনুভূত হইলেও শোভমানা, অর্থাৎ প্রকৃত ধীর ব্যক্তি উন্মত্তবৎ আচরণই করুন অথবা যথেচ্ছা বিচরণই করুন, তাঁহার চিত্ত স্খলিত হয় না। কিন্তু কৃত্রিম শান্ত বেশধারী মূঢ়ের স্পৃহা যুক্ত চিত্ত কখনই শান্তি লাভে সমর্থ হয় না। ৫২। ধীর, বন্ধ মুক্ত, কল্পনা বিহীন ব্যক্তি কখনও মহা ভোগসুখে কখনও বা গিরি গহ্বরে বাস করেন। অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে উভয়ই সমান। কর্ম্ম ক্ষয় জন্য যাহা করেন কিছুতেই

বিলসন্তি মহাভোগৈর্ব্বিশন্তি গিরিগহ্বরান্।
নিরস্তকল্পনা ধীরা অবদ্ধা মুক্তবন্ধনাঃ ॥ ৫৩ ॥
শ্রোত্রিয়ং দেবতাং তীর্থম্ অঙ্গনাং ভূপতিং প্রিয়ম্।
দৃষ্ট্বা সংপূজ্য ধীরস্য ন ক্বাপি হৃদি বাসনা ॥ ৫৪ ॥
ভৃত্যৈঃ পুত্রৈঃ কলত্রৈশ্চ দৌহিত্রৈশ্চাপি গোত্রজৈঃ।
বিহস্যাধিকৃক্তোযোগীনযাতিবিকৃতিংমনাক্ ॥ ৫৫ ॥

সুখ দুঃখানুভব করেন না। ৫৩। শ্রোত্রিয়, দেবতা, তীর্থ, যোষিৎ, নৃপতি অথবা প্রিয় বস্তু দর্শন ও তৎসেবা করিয়াও ধীর ব্যক্তি কামনা শূন্য থাকেন। সাধারণ লোকের অভ্যাসই এই যে দেবতা ব্রাহ্মণাদি দর্শনে সুখ মোক্ষাদি, নৃপতি প্রভৃতি দর্শনে পদমর্য্যাদাদি, নারী বা প্রিয়দর্শনে সঙ্গ কামনা করিয়া থাকে। সকলেই সকলের কামনা না করুন, কোনটি না কোনওটির কামনা অন্ততঃ অন্তরে প্রায়ই থাকে, কিন্তু মুক্ত ব্যক্তির কোন কামনাই কেন থাকিবে? ৫৪। যেমন সুখ কামনা থাকে না, তদ্রূপ স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, জ্ঞাতি, বা দুষ্টের উপহাস ও ধিক্কারেও যোগীর চিত্ত বিকার জন্মে না। আপামর সাধারণ ইতর লোকের সৎ বা অসৎ সকল প্রকার ব্যক্তিকেই উপহাস করা অভ্যাস; অনাসক্ত যোগীর বিষয়ে অনাসক্তিই তাহাদের উপহাসের হেতু হয়, কিন্তু হেয়োপাদেয় জ্ঞান শূন্য আত্মজ্ঞের তাহাতে মনোযোগই হয় না। ৫৫। সন্তুষ্ট অথচ সুখী নহেন, খিন্ন অথচ খেদ যুক্ত নহেন, যোগী ব্যক্তির তাদৃশ অবস্থা

সন্তুষ্টোপি ন সন্তুষ্টঃ খিন্নোঽপি ন চ খিদ্যতে।
তস্যাশ্চর্য্যদশাংতাংতাংতাদৃশা এব জানতে ॥ ৫৬॥
কর্ত্তব্যতৈব সংসারো ন তাং পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
শূন্যাকারে নির্ব্বিকারে নির্ব্বিকারা নিরাময়াঃ ॥৫৭॥
অকুর্ব্বন্নপি সংক্ষোভাদ্ব্যগ্রঃ সর্ব্বত্র মূঢ়ধীঃ।
কুর্ব্বন্নপি চ কৃত্যানি কুশলো হি নিরাকুলঃ ॥ ৫৮ ॥
সুখমাস্তে সুখং শেতে সুখমায়তি যাতি চ।
সুখং বক্তি সুখং ভুঙ্‌ক্তে ব্যবহারেঽপি শান্তধীঃ ॥ ৫৯॥
স্বভাবাদ্ যস্য নৈবার্ত্তির্লোকবদ্ব্যবহারিণঃ।
মহাহ্রদ ইবাক্ষোভো গতক্লেশঃ সুশোভতে ॥ ৬০ ॥

তাঁহারাই জানেন। সাধারণে তাঁহাদের মানসিক অবস্থা বোধে অসমর্থ। ৫৬। কর্ত্তব্যতাই সংসার; তাঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্য কিছুই দেখেন না; নির্ব্বিকার ব্যোম স্বরূপে, বিকার ও ক্লেশ বিরহিত হইয়া অবস্থান করেন। ৫৭। মূঢ়-মতি ব্যক্তি যখন কিছু করে না, তখনও ক্ষোভাদি হেতু সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু ব্যাকুলতা শূন্য জ্ঞান নিপুণ পুরুষ কার্য্য কালেও নিরুদ্বেগ। ৫৮। সুখে অবস্থান করেন, সুখে শয়ন করেন, সুখে গমনাগমন করেন, সুখে কথোপকথন করেন, সুখে ভোজন করেন, এবং কার্য্য কালেও শান্ত প্রকৃতি। ৫৯। যিনি সাংসারিকের ন্যায় আচরণ করিলেও স্বভাবতঃই মনে কষ্ট পান না, তিনি অক্ষুব্ধ মহা হ্রদের ন্যায় বিগত ক্লেশ হইয়া বিরাজ

নিবৃত্তিরপি মূঢ়স্য প্রবৃত্তিরূপজায়তে।
প্রবৃত্তিরপি ধীরস্য নিবৃত্তিফলভাগিনী ॥ ৬১ ॥
পরিগ্রহেষু বৈরাগ্যং প্রায়ো মূঢ়স্য দৃশ্যতে।
দেহে বিগলিতাশস্য ক্ব রাগঃ ক্ব বিরাগতা ॥ ৬২ ॥
ভাবনাভাবনাসক্তা দৃষ্টির্মূঢ়স্য সর্ব্বদা।
ভাব্যভাবনয়া সাতু স্বস্থস্যাদৃষ্টিরূপিণী ॥ ৬৩ ॥

করেন। ৬০। মূঢ়ের কর্ম্ম নিবৃত্তিতেও প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, কিন্তু ধীর ব্যক্তির প্রবৃত্তিও নিবৃত্তির ফলভাজন। ৬১। মূঢ় ব্যক্তিগণ গ্রহণযোগ্য বিষয়ে প্রায়, বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন, সুতরাং নিবৃত্তিতে আকাঙ্ক্ষা থাকায় মূঢ় তৎফল ভাজন; কিন্তু যে মহাশয়ের নিজ দেহেও স্পৃহা নাই তাঁহার আবার অনুরাগ অথবা বিরাগ কি? লোকে মনে করে স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করত বনে গেলেই সাধু হওয়া যায়; কিন্তু তাহা হয় না। দেহাদি কোথায় রাখিয়া যাইবে? যদি অন্তঃকরণ স্পৃহা শূন্য না হয, তবে কোথাও গেলে নিস্তার নাই। অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলে সর্ব্বত্রই সমান। ৬২। মূঢ়ের দৃষ্টি, চিন্তা অথবা অচিন্তা গত, অর্থাৎ হয় চিন্তা না হয় চিন্তা ত্যাগে চিত্ত রত, কিন্তু শান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি চিন্তাগত থাকিলেও সেই দৃষ্টিই অদৃষ্টি স্বরূপা।, তাঁহার চিত্ত চিন্তা বা অচিন্তা কিছুতেই থাকে না। ৬৩। যে বালক বদাচারী মুনি, ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম্মের আরম্ভ করেন, সেই বিশুদ্ধাচারী, কর্ম্ম করিয়াও

সর্ব্বারম্ভেষু নিষ্কামো যশ্চরেদ্বালবন্মুনিঃ।
ন লেপস্তস্য শুদ্ধস্য ক্রিয়মাণেঽপি কর্ম্মণি॥ ৬৪॥
স এব ধন্য আত্মজ্ঞঃ সর্ব্বভাবেষু যঃ সমঃ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নিস্তর্ষমানসঃ॥ ৬৫॥
ক্ব সংসারঃ ক্ব চাভাসঃ ক্ব সাধ্যং ক্ব চ সাধনম্।
আকাশস্যেব ধীরস্য নির্ব্বিকল্পস্য সর্ব্বদা॥ ৬৬॥
স জয়ত্যর্থসন্ন্যাসী পূর্ণস্বরসবিগ্রহঃ।
অকৃত্রিমেঽনবচ্ছিন্নে সমাধির্যস্য বর্ত্ততে॥ ৬৭॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন জ্ঞাততত্ত্বো মহাশয়ঃ।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী সদা সর্ব্বত্র নারসঃ॥ ৬৮॥

তাহাতে লিপ্ত হন না। ৬৪। যে স্বার্থ বিষয়ে সম ভাবাপন্ন আত্মজ্ঞ ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণাহার করিয়াও তাহাতে বীততৃষ্ণ থাকেন, তিনিই ধন্য। ৬৫। আকাশবৎ সর্ব্বদা ধীর ও নির্ব্বিকল্প ব্যক্তির নিকট সংসারই বা কোথা? আর সংসারের ভাবই বা কোথা? তপস্যাদি সাধনই বা কোথা? আর তৎসাধ্য মোক্ষাদিই বা কোথা। ৬৬। যে বিষয়বিরাগী, পূর্ণ স্বভাবাপন্ন দেহধারীর অকৃত্রিম ও অনবচ্ছিন্ন সমাধি হইয়াছে, তিনিই জয়ী। ৬৭। অধিক কি বলিব, সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বদা অনাসক্ত এবং ভোগ ও মোক্ষের ও আকাঙ্ক্ষা শূন্য মহাশয়ই তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন। ৬৮। মহত্তত্ত্বাদি দ্বৈত জগৎ নাম মাত্র; শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ করায়, তাঁহার আর কি করিতে অবশিষ্ট

মহদাদি জগদ্দ্বৈতং নামমাত্রবিজৃম্ভিতম্।
বিহায় শুদ্ধবোধস্য কিং কৃত্যমবশিষ্যতে ॥ ৬৯ ॥
ভ্রমভূতমিদং সর্ব্বং কিঞ্চিন্নাস্তীতি নিশ্চয়ী।
আলক্ষ্য স্ফুরণং শুদ্ধ স্বভাবেনৈব শাম্যতি ॥ ৭০ ॥
শুদ্ধস্ফুরণরূপস্য দৃশ্যভাবমপশ্যতঃ।
ক বিধিঃ ক চবৈরাগ্যং ক্ব ত্যাগঃ ক্বশমোঽপিবা ॥ ৭১ ॥
স্ফুরতোঽনন্তরূপেণ প্রকৃতিঞ্চ ন পশ্যতঃ।
ক বন্ধঃ ক চ বা মোক্ষঃ ক হর্ষঃ ক বিষাদিতা ॥ ৭২ ॥
বুদ্ধিপর্য্যন্তসংসারে মায়ামাত্রং বিবর্ত্ততে।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো নিষ্কামঃ শোভতেবুধঃ ॥ ৭৩ ॥

আছে? ৬৯। সমস্তই ভ্রম, পরিদৃশ্যমান্ বস্তু কিছুই নাই, ইহা নিশ্চয়কারী বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তি, বিশ্ব সংসারাদি আত্মার বিকার মাত্র জানিয়া স্বভাবতঃই শান্ত হন। ৭০। বিশুদ্ধ বিকাশ স্বরূপ, পরিদৃশ্যমান বিষয়াদর্শীর নিকট বিধি, বৈরাগ্য, ত্যাগ বা শান্তি কিসের? ৭১। অনন্ত স্বরূপে বিকাশমান্ স্বভাবাদর্শীর বন্ধই বা কি? মোক্ষই বা কি? হর্ষ বিষাদই বা কিসের? ৭২। বুদ্ধি মাত্র কর্ত্তৃক বিবেচিত সংসারে মায়াই বিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি মায়া, অহঙ্কার ও বাসনা শূন্য হইয়া বিরাজ করেন। ৭৩। আত্মদর্শী, বিগত ক্লেশ, অবিনাশী মুনির নিকট বিদ্যা, বিশ্ব, দেহ, আমি বা আমার

অক্ষয়ং গতসন্তাপমাত্মানং পশ্যতো মুনেঃ।
ক্ব বিদ্যা ক্বচবাবিশ্বঃক্বদেহোঽহং মমেতি বা ॥ ৭৪ ॥
নিরোধাদীনি কর্ম্মাণি জহাতি জড়ধীর্যদি।
মনোরথান্ প্রলাপাংশ্চ কর্ত্তুমাপ্নোতিতৎক্ষণাৎ॥৭৫॥
মন্দঃ শ্রুত্বাপি তদ্বস্তু ন জহাতি বিমূঢ়তাম্।
নির্ব্বিকল্পো বহির্যত্নাদন্তর্বিষয়লালসঃ ॥ ৭৬ ॥
জ্ঞানাদ্গলিতকর্ম্মা যো লোকদৃষ্ট্যাপি কর্ম্মকৃৎ।
নাপ্নোত্যবসরং কর্ত্তুং বক্তুমেব ন কিঞ্চন ॥ ৭৭ ॥

এসকল কিছুরই জ্ঞান নাই।৭৪। চিত্ত বৃত্তি নিরোধ হেতু-যোগানুষ্ঠানকারী, জড় বুদ্ধি ব্যক্তি, নিরোধাদি ক্রিয়া যদি একবার পরিত্যাগ করে, তৎক্ষণাৎ অভিলাষ ও প্রলাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে নিরোধ নিমিত্ত যোগক্রিয়ানুষ্ঠানকারীর সহিত জ্ঞান-যোগে জীবন্মুক্তের প্রভেদ দেখাইতেছেন।৭৫। মন্দধী ব্যক্তি, আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও মোহ বর্জ্জিত হইতে পারে না, বাহ্যে যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প স্বরূপ হইলেও অন্তরে বিষয় বাসনা পূর্ণ।৭৬। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞান-যোগে কর্ম্ম শূন্য হইয়াছেন, লোকে তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে দেখিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কিছু মাত্র বলিতে অথবা করিতে সাবকাশ পান না। তাঁহার চিত্ত আত্মাময়, সুতরাং বাহ্যিক কথা বার্ত্তা বা কর্ম্ম যাহা তিনি করেন, তাঁহার মনে সেসকল আদৌ স্থান পায় না।৭৭। নির্ব্বিকার, স্থিতপ্রজ্ঞ, ও সর্ব্বদা নিঃশঙ্ক

ক তমঃ ক প্রকাশো বা ক হানঃ ক চ কিঞ্চন।
নির্ব্বিকারস্য ধীরস্য নিরাতঙ্কস্য সর্ব্বদা ॥ ৭৮ ॥
ক ধৈর্য্যং ক বিবেকিত্বং ক নিরাতঙ্কতাপি বা।
অনির্ব্বাচ্যস্বভাবস্য নিস্বভাবস্য যোগিনঃ ॥ ৭৯ ॥
ন স্বর্গো নৈব নরকো জীবন্মুক্তির্ন চৈব হি।
বহুনাত্র কিমুক্তেন যোগদৃষ্ট্যা ন কিঞ্চন ॥ ৮০ ॥
নৈব প্রার্থয়তে লাভং নালাভে চানুশোচতি।
ধীরস্য শীতলং চিত্তমমৃতেনৈব পূরি ম্ ॥ ৮১ ॥
ন শান্তং স্তৌতি নিষ্কামো ন দুষ্টমপি নিন্দতি।
সমদুঃখসুখস্তৃপ্তঃ কিঞ্চিৎ কৃত্যং ন পশ্যতি ॥ ৮২ ॥

ব্যক্তির নিকট তমঃ কোথা? প্রকাশই বা কোথা? কোনও বিষয়ই বা কোথা? এবং তাহার বিনাশই বা কোথা? ৭৮। অকিঞ্চন ও অনির্ব্বচনীয়স্বভাব-যোগীর ধৈর্য্য, বিবেকিত্ব বা নির্ভয়তাও নাই। যেমন অধৈর্য্য, শঙ্কাদি নাই, তদ্রূপই আবার ধৈর্য্যাদিরও অভাব। ৭৯। স্বর্গ, নরক, জীবন্মুক্তি প্রভৃতিতেও লক্ষ্য নাই। অধিক বলা বাহুল্য, যোগ দৃষ্টিতে কিছুতেই লক্ষ্য থাকে না। ৮০। লাভেরও প্রার্থনা নাই, অলাভেও অনুতাপ নাই; ধীর ব্যক্তির প্রশান্ত চিত্ত অমৃত পূর্ণ। ৮১। নিষ্কাম ব্যক্তি, শান্ত ব্যক্তির প্রশংসা বা দুষ্টের নিন্দা করেন না; তিনি আকাঙ্ক্ষা রহিত, তৃপ্ত, দুঃখ ও সুখে সমদর্শী, তাঁহার কর্ত্তব্য কিছুই দেখেন না। ৮২। ধীর ব্যক্তি সংসারকেও দ্বেষ করেন না, আত্ম দর্শনেও

ধীরো ন দ্বেষ্টি সংসারমাত্মানং ন দিদৃক্ষতি ।
হর্ষামর্ষবিনির্মুক্তো ন মৃতো ন চ জীবতি ॥ ৮৩ ॥
নিঃস্নেহঃ পুত্রদারাদৌ নিষ্কামো বিষয়েষু চ ।
নিশ্চিন্তঃস্বশরীরেঽপি নিরাশঃ শোভতেবুধঃ ॥ ৮৪ ॥
তুষ্টিঃ সর্ব্বত্র ধীরস্য যথাপতিতবর্ত্তিনঃ ।
স্বচ্ছন্দং চরতো দেশান্ যত্রাস্তমিতশায়িনঃ ॥ ৮৫ ॥
পততূদেতু বা দেহো নাস্য চিন্তা মহাত্মনঃ ।
স্বভাবভূমিবিশ্রান্তিবিস্মৃতাশেষসংসৃতেঃ ॥ ৮৬ ॥
অকিঞ্চনঃ কামচারো নির্দ্বন্দ্বশ্ছিন্নসংশয়ঃ ।
অসক্তঃ সর্ব্বভাবেষু কেবলো রমতে বুধঃ ॥ ৮৭ ॥

বাসনা শূন্য; হর্ষ ও বিষাদ শূন্য, মৃতও নহেন জীবিতও নহেন। ৮৩। জ্ঞানী ব্যক্তির পুত্র কলত্রেও মমতা নাই, বিষয় কামনাও নাই, নিজ দেহ সম্বন্ধেও চিন্তা নাই; তিনি সকল আশাই ত্যাগ করিয়া বিরাজ করেন। ৮৪। যথা-প্রাপ্ত বস্তুতে জীবন ধারণকারী, স্বচ্ছন্দ বিহারী, এবং সায়ংকালে উপস্থিত মত প্রদেশে গমনকারী ধীর ব্যক্তি সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট। ৮৫। আত্মা মাত্রে বিশ্রাম লাভ হেতু সমগ্র সংসার-বিস্মৃত মহাত্মার দেহের পতন বা অভ্যুদয়ে কোনও চিন্তাই নাই। দেহাভিমানী সংসারীরই জন্ম মরণের প্রতি আস্থা অনাস্থা থাকে। ৮৬। জ্ঞানী ব্যক্তি অকিঞ্চন, যথেচ্ছা বিহারী, দ্বন্দ্ব শূন্য, সংশয় বিহীন, সর্ব্ব বিষয়ে আসক্তি শূন্য, এবং কৈবল্য পদে অবস্থিত

নির্ম্মমঃ শোভতে ধীরঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
সুভিন্নহৃদয়গ্রন্থিবিনির্ধূতরজস্তমাঃ ॥ ৮৮ ॥
সর্ব্বত্রানবধানস্য ন কিঞ্চিদ্বাসনা হৃদি।
মুক্তাত্মনো বিতৃষ্ণস্য তুলনা কেন জায়তে ॥ ৮৯ ॥
জানন্নপি ন জানাতি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।
ব্রুবন্নপি নচব্রূতে কোঽন্যো নির্ব্বাসনাদৃতে ॥ ৯০ ॥
ভিক্ষুর্ব্বা ভূপতির্ব্বাপি যো নিষ্কামঃ স শোভতে।
ভাবেষু গলিতা যস্য শোভনাশোভনা মতি ॥ ৯১ ॥

হইয়া সুখে বিরাজমান। ৮৭। যে মমতা শূন্য ধীর ব্যক্তি, সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করত রজঃ ও তমোগুণাতীত, এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর কাঞ্চনে সমদৃষ্টি হইয়াছেন তিনিই শোভা পান। ৮৮। সর্ব্ব বিষয়ে অমনোযোগী, হৃদয়ে অনুমাত্র বাসনাশূন্য, বিষয় বিতৃষ্ণ, মুক্তাত্মার কাহারও সহিত তুলনা হইতে পারে না। ৮৯। বাসনা শূন্য ব্যক্তি ভিন্ন আর কে জানিয়াও জানে না, দেখিয়াও দেখেনা, এবং বলিয়াও বলে না? ইন্দ্রিয়সকল থাকায় তৎকার্য্য হয়, কিন্তু বাসনাভাবে কার্য্যের ফল হয় না। ৯০। যে নিষ্কাম ব্যক্তির সুন্দর বা অসুন্দর চিত্ত সমগ্র বিষয়ে অনাশক্ত, তিনি ভিক্ষুকই হউন অথবা ভূপতিই হউন, সমভাবেই শোভমান। জ্ঞানযোগে বাসনাশূন্য ব্যক্তির চিত্ত আদৌ যেরূপই থাকুক, এবং ধনাদি থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ৯১। অনুর্ব্বর সরল চিত্ত, এবং কৃতার্থ যোগী

ক্ব স্বাচ্ছন্দ্যং ক্ব সঙ্কোচঃ ক্ব বা তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ।
নির্ব্ব্যাজার্জ্জবভূতস্য চরিতার্থস্য যোগিনঃ॥ ৯২॥
আত্মবিশ্রান্তিতৃপ্তেন নিরাশেন গতার্ত্তিনা।
অন্তর্যদনুভূয়েত তৎ কথং কস্য কথ্যতে॥ ৯৩॥
সুপ্তোঽপি ন সুষুপ্তৌ চ স্বপ্নেঽপি শয়িতো ন চ।
জাগরেঽপি ন জাগর্ত্তি ধীরস্তৃপ্তঃ পদে পদে॥ ৯৪॥

ব্যক্তির স্বচ্ছন্দতা, সঙ্কোচ, বা তত্ত্ব নিশ্চয় এ সকলও কিছুই থাকে না। সঙ্কোচ, স্বচ্ছন্দতাদি প্রাকৃতিক কার্য্য, এবং তত্ত্ব নিশ্চয় করা সাধকের কার্য্য, কিন্তু সিদ্ধ ব্যক্তির সরল চিত্ত প্রসব শূন্য। ৯২। আত্মাতে বিশ্রাম লাভ হেতু পরিতৃপ্ত, আশা ও ক্লেশানুভব বিহীন মহাত্মা, অন্তঃকরণে যে বিমল শান্তি অনুভব করেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়। ৯৩। পদে ২ পরিতৃপ্ত ধীর ব্যক্তি সুষুপ্ত থাকিয়াও সুষুপ্তি সুখানুভব করেন না, নিদ্রিতাবস্থাতেও শয়ন সুখানুভব করেন না, এবং জাগ্রত থাকিয়াও বিষয়ানুভব করেন না। ৯৪। জ্ঞানী ব্যক্তি, চিন্তিতবৎ কার্য্য করিলেও নিশ্চিন্ত; অর্থাৎ কোনও কার্য্য করিলেই আনুসঙ্গিক চিন্তা ও নিপুণতার আবশ্যক, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ঐ চিন্তাতেও চিত্তের আশক্তি না থাকায় তিনি নিশ্চিন্ত; ইন্দ্রিয়সমূহ বর্ত্তমানেও ভোগ লালসা না থাকায় নিরিন্দ্রিয়; বুদ্ধিমান্ হইলেও ঐ বুদ্ধির কার্য্যে অনাসক্তি হেতু নির্ব্বুদ্ধি; এবং অহঙ্কৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে আমি বা আমার

জ্ঞঃসচিন্তোঽপিনিশ্চিন্তঃসেন্দ্রিয়োঽপিনিরিন্দ্রিয়ঃ।
সুবুদ্ধিরপি নির্বুদ্ধিঃ সাহঙ্কারোঽনহঙ্কৃতিঃ॥ ৯৫॥
ন সুখী নচ বা দুঃখী ন বিরক্তো ন রাগবান্।
ন মুমুক্ষুর্ন বা মুক্তো ন কিঞ্চিন্ন চ কিঞ্চন॥ ৯৬॥
বিক্ষেপেঽপি ন বিক্ষিপ্তঃ সমাধৌ ন সমাধিমান্।
জাড্যেঽপিনজড়োধন্য পাণ্ডিত্যেঽপিনপণ্ডিতঃ॥ ৯৭
মুক্তো যথাস্থিতিস্বস্থঃ কৃতকর্ত্তব্যনির্বৃতঃ।
সমঃ সর্ব্বত্রবৈতৃষ্ণ্যাৎ ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্॥ ৯৮॥
ন প্রীয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমানো ন কুপ্যতি।
নৈবোদ্বিজেত মরণে জীবনে নাভিনন্দতি॥ ৯৯॥

এরূপ জ্ঞান শূন্য। ৯৫। সুখীও নহেন, দুঃখীও নহেন, বিরাগীও নহেন, অনুরাগীও নহেন, মুমুক্ষুও নহেন, মুক্তও নহেন, অকিঞ্চনও নহেন অথচ কিছুই নহেন। ৯৬। চিত্ত বিষয়াদিতে রত হইলেও আসক্তি না থাকায় বিক্ষেপ-বিহীন, সমাধিস্থ হইলেও সমাধির অনুষ্ঠান রত নহেন, জড়তা থাকিলেও জড় নহেন, এবং পাণ্ডিত্য থাকিলেও পণ্ডিত নহেন, সুতরাং তিনিই ধন্য। ৯৭। মুক্ত ব্যক্তি নিজ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, কৃত ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিবৃত্ত, বিতৃষ্ণা হেতু সর্ব্বত্র সমদর্শী, এবং অকৃত বা কৃত কার্য্য স্মরণ করেন না। ৯৮। স্তবে সন্তুষ্ট বা নিন্দায় ক্রুদ্ধ হন না, এবং মৃত্যু জন্য উদ্বিগ্ন বা জীবনে আনন্দিত নহেন। ৯৯। শান্ত

ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ।
যথা তথা যত্র তত্র সময়ে বাবতিষ্ঠতি॥ ১০০।
ইতি শমশতকমষ্টাদশপ্রকরণং সমাপ্তম্।

ঊনবিংশ প্রকরণম্।

তত্ত্ববিজ্ঞানসন্দেশমাদায় হৃদয়োদরাৎ।
নানাবিধপরামর্শশল্যোদ্ধারঃ কৃতো ময়া॥ ১॥
ক্ব ধর্ম্মঃ ক্ব চ বা কামঃ ক্ব চার্থঃ ক্ব বিবেকতা।
ক্ব দ্বৈতং ক্ব চ বাদ্বৈতং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে॥ ২॥

বুদ্ধি ব্যক্তি জনপদেও ধাবিত হন না, অথবা অরণ্যেও প্রবেশ করেন না। সকল সময়ে সর্ব্বত্র অবস্থান পটু। ১০০। স্থূল কথা, জ্ঞানযোগ প্রভাবে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির চিত্ত কি যোগানুষ্ঠানে, কি সাংসারিক কার্য্যে, কি বিপদে, কি সম্পদে, সর্ব্ব বিষয়েই অনাকৃষ্ট; অথচ তিনি বাহ্যে লৌকিকাচার বিশিষ্ট।

আমি হৃদয় হইতে তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ২ যুক্তি রূপ কণ্টকের উদ্ধার করিলাম। যখন মনে ২ জ্ঞানোদয় হইল, তখনই যুক্তি, তর্ক, মীমাংসাদির অবসান হইল। ১। আমি আত্ম মহিমায় অবস্থিত, অর্থাৎ আমার আত্ম জ্ঞান উদিত হওয়ায় ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড

ক্ব ভূতং ক্ব ভবিষ্যঞ্চ বর্ত্তমানমপি ক্ব চ।
ক্ব দেশঃ ক্ব চ বা নিত্যং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ৩ ॥
ক্ব চাত্মা ক্ব চ বানাত্মা ক্ব শুভং কাশুভং তথা।
ক্ব চিন্তা ক্ব চ বাচিন্তা স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ৪
ক্ব স্বপ্নঃ ক্ব সুষুপ্তির্ব্বা ক্ব চ জাগরণং তথা।
ক্ব তুরীয়ং ভয়ং বাপি স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ৫ ॥
ক্ব দূরং ক্ব সমীপং বা বাহ্যং বাভ্যন্তরং ক্ব বা।
ক্ব স্থূলং ক্ব চ বা সূক্ষ্মং স্বমহিম্নিস্থিতস্য মে ॥ ৬ ॥
ক্ব মৃত্যুর্জীবিতংবা ক্ব লোকাঃ ক্বাপি কলৌকিকম্।
ক্ব লয়ঃ ক্ব সমাধির্ব্বা স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ৭ ॥

সমস্তই আত্মা মাত্র দেখিতেছি, সুতরাং আমার নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাব কোথায়? ২। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানই বা কি? দেশই বা কোথায় এবং নিত্যই বা কি? ৩। আত্মাই বা কি? অনাত্মাই বা কি? শুভা-শুভই বা কি? চিন্তাই বা কি এবং অচিন্তাই বা কি? ৪। জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্তিই বা কি? তুরীয় অবস্থাই বা কি? এবং ভয়ই বা কোথায়? ৫। দূরই বা কি? নৈকট্যই বা কি? বাহ্যই বা কি অভ্যন্তরই বা কি? এবং স্থূল বা সূক্ষ্মই বা কি? ৬। জীবনই বা কি? মৃত্যুই বা কি? লোক এবং লৌকিকই বা কি? সমাধি অথবা লয়ই বা কি? ৭। আমি আত্মাতে বিশ্রাম যুক্ত, সুতরাং আমার

অলং ত্রিবর্গকথয়া যোগস্য কথয়াপ্যলম্।
অলং বিজ্ঞানকথয়া বিশ্রান্তস্য মমাত্মনি ॥ ৮ ॥
ইত্যাত্মবিশ্রান্ত্যষ্টকমূনবিংশ প্রকরণম্।

বিংশ প্রকরণম্।

শিষ্যঃ।

ক্ব ভূতানি ক্ব দেহো বা ক্বেন্দ্রিয়াণি ক্ব বা মনঃ।
ক্ব শূন্যং ক্ব চ নৈরাশ্যং মৎস্বরূপে নিরঞ্জনে ॥ ১ ॥
ক্ব শাস্ত্রং ক্বাত্মবিজ্ঞানং ক্ব বা নির্ব্বিষয়ং মনঃ।
ক্ব তৃপ্তিঃ ক্ব বিতৃষ্ণত্বং গতদ্বন্দ্বস্য মে সদা ॥ ২ ॥
ক্ব বিদ্যা ক্ব চ বাবিদ্যা ক্বাহং ক্বেদং মম ক্ব বা।
ক্ব বন্ধঃ ক্ব চ বা মোক্ষঃ স্বরূপস্য ক্ব রূপিতা ॥ ৩ ॥

ধর্ম্মার্থ কাম রূপ ত্রিবর্গ, অথবা যোগ কি ব্রহ্ম জ্ঞান, কোনও কথারই প্রয়োজন নাই। ৮।

আমি আত্মা স্বরূপ নিরঞ্জন, আমার নিকট পঞ্চ ভূতাদি কোথা? দেহ, ইন্দ্রিয়, মনাদিই বা কোথা? শূন্যই বা কি? এবং নৈরাশ্যই বা কিসের? ১। আমি সর্ব্বদা দ্বন্দ্বাতীত, আমার নিকট শাস্ত্র, বিজ্ঞান, তৃপ্তি বিতৃষ্ণা অথবা বিষয় শূন্য মন কোথায়? ২। বিদ্যা, অবিদ্যা, অহং, ইদং অথবা আমারই বা কি? বন্ধন, মোক্ষই বা কি? এবং রূপই বা কি? ৩। প্রারব্ধ কর্ম্মই বা কি? জীবন্মুক্তিই বা কি?

ক প্রারব্ধানি কর্ম্মাণি জীবন্মুক্তিরপি ক বা।
ক তদ্বিদেহকৈবল্যং নির্ব্বিশেষস্য সর্ব্বদা॥ ৪॥
ক কর্ত্তা ক চ বা ভোক্তা নিষ্ক্রিয়স্ফুরণং ক বা।
কাপরোক্ষং ফলং বা ক নিঃস্বভাবস্য মে সদা॥ ৫॥
ক লোকঃ ক মুমুক্ষুর্ব্বা ক যোগী জ্ঞানবান্ ক বা।
ক বন্ধঃ ক চ বা মুক্তঃ স্বস্বরূপেঽহমদ্বয়ে॥ ৬॥
ক সৃষ্টিঃ ক চ সংহারঃ ক সাধ্যং ক চ সাধনম্।
ক সাধকঃ ক সিদ্ধির্ব্বা স্বস্বরূপেঽহমদ্বয়ে॥ ৭॥
ক প্রমাতা প্রমাণং বা ক প্রমেয়ং ক বা প্রমা।
ক কিঞ্চিৎক ন কিঞ্চিদ্বা সর্ব্বদা বিমলস্য মে॥ ৮॥

এবং বিদেহ কৈবল্যই বা কি? আত্মা সর্ব্বদাই নির্ব্বিশেষ-ভেদ জ্ঞান রহিত। ৪। আমি সর্ব্বদাই প্রকৃতি হইতে পৃথক্, সুতরাং আমার নিকট কর্ত্তা, ভোক্তা, ক্রিয়া শূন্য বিকাশ স্বরূপ, অথবা অপরোক্ষ ফল এসকল কোথা? ৫। অদ্বিতীয় আত্মা স্বরূপ আমার নিকট লোক, মুমুক্ষু যোগী জ্ঞানবান্, বন্ধন, বা মোচন এসকল কোথা? ৬। সৃষ্টি, সংহার, সাধ্য, সাধন, সাধক, এবং সিদ্ধি, এসকলই বা কোথায়? ৭। আত্মা সতত বিশুদ্ধ, সুতরাং তাহাতে আবার প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমা, এসকল কিছুই কোথায়? ৮। আমি ক্রিয়া বিহীন, সুতরাং আমার চিত্ত বিক্ষেপ, একাগ্রতা, নিরোধ, মূঢ়তা, হর্ষ, বিষাদই বা

ক্ব বিক্ষেপঃ ক্ব চৈকাগ্র্যং ক্ব নিরোধঃ ক্ব মূঢ়তা।
ক্ব হর্ষঃ ক্ব বিষাদো বা সর্ব্বদা নিষ্ক্রিয়স্য মে ॥ ৯ ॥
ক্ব চৈব ব্যবহারো বা ক্ব চ সা পরমার্থতা।
ক্ব সুখং ক্ব চ বা দুঃখং নির্ব্বিশেষস্য মে সদা ॥ ১০ ॥
ক্ব মায়া ক্ব চ সংসারঃ ক্ব প্রীতির্ব্বিরতি ক্ব বা।
ক্ব জীবঃ ক্ব চ তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বদা বিমলস্য মে ॥ ১১ ॥
ক্ব প্রবৃত্তির্নিবৃত্তির্ব্বা ক্ব মুক্তিঃ ক্ব চ বন্ধনম্।
কূটস্থনির্ব্বিভাগস্য স্বস্থস্য মম সর্ব্বদা ॥ ১২ ॥
ক্বোপদেশঃ ক্ব বা শাস্ত্রং ক্ব শিষ্যঃ ক্ব চ বা গুরুঃ।
ক্ব চাস্তি পুরুষার্থো বা নিরুপাধেঃ শিবস্য মে ॥ ১৩ ॥
ক্ব চাস্তি ক্ব চ বা নাস্তি ক্বাস্তি চৈকং ক্ব বা দ্বয়ম্।
বহুনাত্র কিমুক্তেন কিঞ্চিন্নোত্তিষ্টতে মম ॥ ১৪ ॥

ইতি জীবন্মুক্তচতুর্দ্দশকং বিংশপ্রকরণম্।

কোথা? ৯। ভেদজ্ঞান বিরহিত আত্মার ব্যবহার, পরমার্থতা, সুখ বা দুঃখ কোথা? ১০। আমি নির্ম্মল, আমার নিকট মায়া, সংসার, প্রীতি, বিরতি, জীব অথবা সেই ব্রহ্মই বা কোথা? ১১। সর্ব্বদা কূটস্থ, স্থির, অনবচ্ছিন্ন ও সুস্থ আত্মার আবার প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, মুক্তি ও বন্ধন কিসের? ১২। উপাধি শূন্য মঙ্গল স্বরূপ আত্মার পক্ষে উপদেশ, শাস্ত্র, গুরু, শিষ্য, অথবা পুরুষার্থ কি? ১৩। অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, দ্বৈত, অদ্বৈতাদিই বা কি? অধিক কি

একবিংশ প্রকরণম্।

দশ ষট্ চোপদেশে স্যুঃ শ্লোকাশ্চ পঞ্চবিংশতি।
সত্যাত্মানুভবোল্লাসে উপদেশাশ্চতুর্দ্দশ॥ ১॥
ষড়ুল্লাসে লয়েঽপ্যেব উপদেশে চতুশ্চতুঃ।
পঞ্চকং স্যাদনুভবে বন্ধমোক্ষে চতুষ্টয়ম্॥ ২॥
নির্বেদোপশমে জ্ঞান এবমেবাষ্টকং ভবেৎ।
যথা সুখ সপ্তকঞ্চ শান্তৌ স্যাদ্বেদ সংস্থিতিঃ॥ ৩॥

বলিব আমার এসকল কোনও জ্ঞানই উদিত হয় না। ১৪।

এই ছয়টি শ্লোকে অষ্টাবক্র সংহিতার পূর্ব্ব লিখিত ২০ প্রকরণের প্রত্যেকে যত শ্লোক এবং সর্ব্ব সাকল্যে যত শ্লোক আছে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

উপদেশ নামক প্রথম প্রকরণে ১৬টি শ্লোক, সত্যাত্মানুভবোল্লাস নামক দ্বিতীয় প্রকরণে ২৫ শ্লোক, ৩য় প্রকরণে উপদেশ, তাহাতে ১৭টি, উল্লাস নামক ৪র্থ প্রকরণে ৬টি শ্লোক, লয় নামক পঞ্চম প্রকরণে ৪টি, ষষ্ঠ প্রকরণে উপদেশ, তাহাতে ৪টি, অনুভব নামক সপ্তম প্রকরণে ৫টি বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা নামক অষ্টম প্রকরণে ৪টি নির্ব্বেদ নামক নবম প্রকরণে ৮টি, উপশম নামক দশম প্রকরণে ৮টি, জ্ঞান নামক একাদশ প্রকরণে ৮টি, এবমেব নামক দ্বাদশ প্রকরণে ৮টি, যথা সুখ নামক ত্রয়োদশ প্রকরণে ৭টি, শান্তি নামক চতুর্দ্দশ প্রকরণে ৪টি,

তত্ত্বোপদেশে বিংশৈকাদশ জ্ঞানোপদেশকে।
তত্ত্ব স্বরূপে বিংশ চ শমে চ শতকং ভবেৎ ॥ ৪ ॥
অষ্টকঞ্চাত্ম বিশ্রান্তৌ জীবন্মুক্তৌ চতুর্দ্দশ।
ষট্ সংখ্যাক্রম বিজ্ঞানে গ্রন্থৈকাত্মমতঃ পরম্ ॥ ৫ ॥
বিংশত্যেক মিতৈঃ খণ্ডৈঃ শ্লোকৈরাত্মাগ্নি মধ্যগৈঃ।
অবধূতানুভূতিশ্চ শ্লোকঃ সংখ্যাক্রমা অমী ॥ ৬ ॥

ইতি সংখ্যাক্রম কথনমেকবিংশ প্রকরণম্।

ইত্যষ্টাবক্র সংহিতা সম্পূর্ণা।

তত্ত্বোপদেশ নামক পঞ্চদশ প্রকরণে ২০টি, জ্ঞানোপদেশ নামক ষোড়শ প্রকরণে ১১টি, তত্ত্বস্বরূপ নামক সপ্তদশ প্রকরণে ২০টি, শান্তি শতক নামক অষ্টাদশ প্রকরণে ১০০টি, আত্ম বিশ্রান্তি নামক ঊনবিংশ প্রকরণে ৮টি, জীবন্মুক্ত নামক বিংশ প্রকরণে ১৪টি, ও এই সংখ্যা ক্রম বিজ্ঞান নামক একবিংশ প্রকরণে ৬টি; সর্ব্বশুদ্ধ ২১টি প্রকরণে ৩০১টি (৩০০?) শ্লোক, তন্মধ্যে কতকগুলি অবধূত ও কতকগুলি অনুভূতি স্বরূপে কথিত। অবধূতানুভূতি বলিবার তাৎপর্য্য, গ্রন্থের অবতরণিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ১—৬।

সম্পূর্ণ।